মহালক্ষ্মী

—ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত—

প্রথম অভিনয় রজনী, শুক্রবার, ৯ই অক্টোবর, ১৯৪২

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম-এ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রকাশক—শ্রীভুবনমোহন মজুমদার বি, এস-সি
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড় টাকা]

প্রিণ্টার—শ্রীননীগোপাল সিংহ রায়
তারা প্রেস
১৪বি শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

চারত্র পরিচয়

মহাদেব, নারায়ণ, ইন্দ্র, পবন, বরুণ, সূর্য্য, দুর্ব্বাশা, গ্রহগণ, নারদ, নন্দী, মেঘগণ, শঙ্খনাদ (বরুণের পুত্র), কালকেয (দৈত্য সম্রাট), রাহু, ধন্বন্তরী প্রভৃতি।

পার্ব্বতী, মহালক্ষ্মী, শচী, রত্নমালা (গন্ধর্ব্ব কন্যা), বরুণা (বরুণ-কন্যা) ধরিত্রী, মোহিনী প্রভৃতি।

মহালক্ষ্মী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুষ্পিত পার্ব্বত্য উপত্যকা

(নারায়ণ ও লক্ষ্মীর প্রবেশ)

নারায়ণ। লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। প্রভু! কি রমণীয় পার্ব্বত্য উপত্যকা, এসো প্রভু এখানে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করি।

নারায়ণ। পথশ্রমে তুমি ক্লান্ত হয়েছ লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। ক্লান্তি? না প্রভু! নির্ঝরিণী-স্নাত এই গিরি-দরী-বনের অপূর্ব্ব শোভা আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর করেছে।

নারায়ণ। সত্য লক্ষ্মী, শ্যামায়িত তরুশাখায় পুষ্পস্তবক, দক্ষিণ মলয়ে তারই মধুগন্ধ, দিকে দিকে বিহঙ্গের কলকাকলি,...কী সুন্দর এই বিশ্ব সৃষ্টি!

লক্ষ্মী। বর্ণগন্ধময় বসুমতীকে আজ এত ভাল লাগছে যে বলতে

পারি না প্রভু! এ জীবনে বুঝি বসুধার এত সৌন্দর্য্য আর কখনো দেখিনি!

নারায়ণ। দীপ নিবে যাবার আগে অমনি আকস্মিকভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী। এ কথাব অর্থ কি প্রভু?

নারায়ণ। জানো লক্ষ্মী, ধরণীর এই বর্ণসমারোহ—এই অনুপম গীতি-গন্ধ—এর মূলে রয়েছে তোমারি কল্যাণ হস্তের পরশ।

লক্ষ্মী। আমাবই পরশ!

নারায়ণ। হ্যাঁ, তুমি সাজিযেছ বসুমতীকে এই রূপ-আলিম্পনে, তুমি যদি না থাকতে তাহলে থেমে যেত গান, মুছে যেত বর্ণলেখা, নিভে যেতো ধরণীর উৎসব দীপ শিখা।

লক্ষ্মী। না প্রভু, তুমি আমায় পবিহাস কর্চ্ছ।

নারায়ণ। পরিহাস?

লক্ষ্মী। তবে? তুমি বলছ জগতেব সকল কল্যাণের মূল উৎস আমি? না. হতে পারে না, বসুমতী নিজেই কল্যাণময়ী, আমার উপস্থিতি বা অভাবে তার এতটুকু ক্ষতি হতে পারে না।

নারায়ণ। এই তোমার বিশ্বাস?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ।

নারায়ণ। আচ্ছা, শীঘ্রই পাবে এর প্রমাণ।

লক্ষ্মী। প্রমাণ? কি প্রমাণ পাব প্রভু!

নারায়ণ। প্রমাণ? দেখতো লক্ষ্মী, কে এক রমণী এই দিকে আসছে না?

লক্ষ্মী। একি! এ যে দেবেন্দ্রানী শচী দেবী!

নারায়ণ। শচীদেবী! এসো লক্ষ্মী, এই দিকে এসো—

[অন্তরালে গমন

(গাহিতে গাহিতে শচীর প্রবেশ)

অকরুণ হে পাষাণ—
যদি দূরে যাবে চলে আমারে কি দিবে দান—
বল বল হে পাষাণ।
হোথা ওই বহে নদী কলনাদি
বিহগী গাহে গান—
এখনো যে বেলা আছে সব মেলা
হয়নি অবসান।
কি ছলে ফুল দলে ঝরালে বন তলে
এই কি গো তব দান।

(লক্ষ্মী সম্মুখে আসিল)

লক্ষ্মী। শচীদেবী!

শচী। কে লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। তুমি একাকিনী এই পর্ব্বত প্রদেশ?

শচী। এসেছি দেবরাজের সন্ধানে; তাঁকে দেখেছ?

লক্ষ্মী। দেবরাজ!

শচী। হ্যাঁ, তিনি সপ্তাহকাল স্বর্গে নেই, লোকমুখে শুনি বসন্ত উৎসবে মত্ত তিনি; পর্ব্বত কান্তারে ফিরছেন—সুরামত্ত হয়ে। দেখেছ —দেখেছ তাঁকে ?

লক্ষ্মী। না। আমরা তো দেখিনি।

শচী। দেখনি! তবে? কোথায় গেলেন দেবরাজ?

[প্রস্থানোদ্যত

লক্ষ্মী। দাঁড়াও শচীদেবী—তিনি যেখানেই থাকুন—অবিলম্বে ফিরে যাবেন স্বর্গলোকে। তাঁর জন্যে তুমি কেন রমণী হয়ে একাকিনী এই পার্ব্বত্য পথে বিচরণ কচ্ছ? যাও স্বর্গে ফিরে যাও শচী।

শচী। স্বর্গে। না, স্বর্গলোকে যাব না, দীপ নিভে গেল—পথ বড় অন্ধকার!

লক্ষ্মী। শচী!

শচী। হ্যাঁ,—আমি দেখেছি, স্বপ্নে দেখেছি, না না দিব্যচক্ষে দেখেছি, অন্ধকার স্বর্গ হতে লক্ষ্মী পালিযে গেল। সামনে অকূল সাগর—অসীম অতল জলস্রোত। সেই জল মধ্যে বিকশিত কমলবন! কমলবন আলো করে ঐ ঐ তো বসে রয়েছে কল্যাণী! কমলা, কমলা! আমায় ছেড়ে—আমার স্বামীকে ছেড়ে তুমি কোথায যাবে? না না যেও না—ফিরে এসো—তুমি ফিরে এসো।

[প্রস্থান

লক্ষ্মী। শচী শচী উন্মাদিনী হলে কি সহসা?
শচীদেবী শচীদেবী—

[প্রস্থানোদ্যত

(নারাযণের প্রবেশ)

নারাযণ। উন্মাদিনী নহে শচী, শোন প্রিয়তমে—
শচীর নয়ন অগ্রে দিব্য দৃষ্টি লযে
জাগিতেছে বুঝি আজ তোমারি নিয়তি।

[উভয়ের প্রস্থান

(অপরদিক হইতে রত্নমালা ও পবনের প্রবেশ)

রত্নমালা। সরে যান—এখনো বলছি সরে যান—আমায স্পর্শ করবেন না।

পবন। কেন যাদু, স্পর্শ মণি স্পর্শ করে এই অধম লৌহ যদি স্বর্ণে পরিণত হয, তাতে তোমার ক্ষতি কি?

রত্নমালা। ধিক পবন দেব, এই আপনার দেবত্ব? অসহাযা রমণীকে নিপীড়িতা করতে চান?

পবন। স্বেচ্ছায় ধরা না দিলেই নিপীড়িতা হতে হবে ধনি! এসো কাছে এসো—আমায় স্পর্শ দাও—

রত্নমালা। পবনদেব—পবনদেব! কে আছ রক্ষা কর—সুরামত্ত পশুর কবল হতে আমায় রক্ষা কর।

পবন। কেউ নেই সুন্দরী—কেউ নেই তোমায় রক্ষা কর্ত্তে আমার কবল হতে।

(পাশ হস্তে বরুণের প্রবেশ)

বরুণ। সাবধান পবন—আর এক পা অগ্রসর হযো না।

পবন। বরুণদেব। যাও, সরে যাও সখা বরুণ—আমি তোমার ছোট ভাই, ওটি তোমার ভাদ্র বউ।

বরুণ। স্তব্ধ হও। এই মুহূর্ত্তে এস্থান পরিত্যাগ করো—নতুবা এই পাশ অস্ত্রে মৃত্যু তোমার সুনিশ্চিত।

পবন। হুঁ পাশ অস্ত্র! আমারও সঙ্গে আছে—ঐ যা কোমরে তলোযার না বেঁধে মদ্যপাত্র বেঁধে এসেছি। আচ্ছা রোসো যাদু—তোমায় দেখাচ্ছি মজা। [প্রস্থান

বরুণ। মা! আপনি কে?

রত্নমালা। আমি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের কন্যা রত্নমালা।

বরুণ। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের কন্যা আপনি? এ প্রদেশে দেবতারা সুরামত্ত হযে বিহার কর্চ্ছে, এখানে অধিকক্ষণ একাকিনী থাকবেন না মা। যান, গৃহে ফিরে যান।

রত্নমালা। ফিরে যাবো! কিন্তু আমি সংবাদ পেয়েছি আমার গৃহ-ত্যাগী স্বামী ঐ পর্ব্বত শিখরে ধ্যানমগ্ন, আমি যে তাঁরই কাছে চলেছি।

বরুণ। তোমার স্বামী ধ্যানমগ্ন, ওই পর্ব্বতে? তবে কি সূর্য্যনন্দন শনৈশ্চর—

রত্নমালা। তিনিই আমার স্বামী।

বরুণ। ওঃ! শনৈশ্চর। আচ্ছা তুমি ওই নদীতীরে অপেক্ষা কর মা—আমি নিজে তোমায তাঁর কাছে পৌঁছে দেব।

[রত্নমালার প্রস্থান

শনিগ্রহের বধূ ওই রত্নমালা! চলেছে—ধ্যানমগ্ন স্বামীর তপস্যার সঙ্গিনী হতে। স্পর্দ্ধা দেবতা পবনের যে ওই সীমন্তিনীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টি দেয।

(ইন্দ্র ও পবনের প্রবেশ)

ইন্দ্র। কোন্ সীমন্তিনীর প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছ বরুণ?

বরুণ। কে! দেবরাজ?

ইন্দ্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি দেবরাজ! চমকিত কি হেতু বরুণ?
বিচার করিতে তব—
আসিয়াছি সম্মুখে তোমার!

বরুণ। বিচার—কিসের বিচার?

ইন্দ্র। কিছুই জান না যেন সরল উদার!
বরুণ, চাহ যদি আপন মঙ্গল
ফিরে দাও পবনেরে প্রেয়সী তাহার।

বরুণ। পবন প্রেয়সী!

পবন। হ্যাঁ—সেই রত্নমালা।

বরুণ। রত্নমালা! সে যে শনৈশ্চর বধূ।

পবন। হ'ল বা তাহার বধূ।
আজি রাত্রিটুকু আমি তার হতে চাই বর।

বরুণ। স্তব্ধ কর রসনা মুখর।
পরদার অভিলাষী, সুরামত্ত ঘৃণিত বর্ব্বর,
এত স্পর্দ্ধা! হেন বাণী কর উচ্চারণ—?

ইন্দ্র। বরুণ—

বরুণ। দেবরাজ ?

ইন্দ্র। রত্নমালা গন্ধর্ব্বকুমারী।
নৃত্যগীতে গন্ধর্ব্বেরা যুগে যুগে তোষে দেবগণে।
দেহ তাহাদের—উপভোগ্য সকল দেবের।

বরুণ। একি কহ দেবরাজ!
পরনারী যেই জন—

ইন্দ্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কহি সত্য,
এনে দাও সুন্দরীরে
আজি রাত্রে দেবতা পবনে।

বরুণ। দেবরাজ, দেবরাজ—
সুরাপানে এত তুমি হারায়েছ জ্ঞান।
মাতৃসমা মানি যারে সেই জননীরে—

ইন্দ্র। আঃ মাতৃসমা!
নর্ত্তকীর জাতি সেই গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী
মাতৃসমা বল তারে ?

বরুণ। দেবরাজ—

ইন্দ্র। বিতণ্ডায় নাহি প্রয়োজন।
স্পষ্ট করি কহ জলেশ্বর—
সুন্দরীরে দিবে কি দিবে না।

বরুণ। দিব না—

ইন্দ্র। দিবে না ?

বরুণ। না—দেহে প্রাণ থাকিতে আমার
জননীরে পশুহস্তে নিপীড়িতা হইতে দিব না।
এত স্পর্দ্ধা, পশু কহ দেবেন্দ্র বাসবে ?

বরুণ। দেবেন্দ্র বাসব পদে চিরদিন ক'রি নমস্কার
পদাঘাত করি আমি সুরাপায়ী জাগ্রত পশুরে

ইন্দ্র। হুঁ—সুরাপান করি আমি পশুত্ব লভেছি !
উত্তম ! পশুসনে বাস, তোমাসম
দেবতার নাহি শোভা পায় ;
পশুরাজ্য কর পরিত্যাগ।

বরুণ। নির্ব্বাসিত করিলেন মোরে ?

ইন্দ্র। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নির্ব্বাসন, স্বর্গরাজ্য হতে
চিরতরে নির্ব্বাসিত তুমি।
দেবতার সম্পদ বৈভব লভি
গর্ব্বভরে জ্ঞান হারা দুর্ব্বৃত্ত বরুণ,
আজি হতে হও তুমি স্বর্গহারা পথের ভিখারী ;
দেবরাজ্যে প্রবেশের নাহি অধিকার—
লক্ষ্মীহীন দরিদ্র ভিক্ষুকরূপে
রহ তব অন্ধকার সলিল মাঝারে।

বরুণ। শিরোধার্য্য আদেশ তোমার।
স্বর্গ পরিহরি যাই আমি সলিল মাঝারে।
মাতার রক্ষিয়া মান স্বর্গহারা আমি ;
তাই ইন্দ্র শোন তুমি—
বিদায়ের কালে উচ্চকণ্ঠে করিনু ঘোষণা—
স্বর্গহারা হয়ে আমি লক্ষ্মী হারা হবনা কদাপি—
মাতার সন্তান যেবা লক্ষ্মীলাভ তাহারই নিশ্চয়।

[প্রস্থান

পবন। হুঁ, বড্ড বেড়েছ বরুণ! দেবরাজ, যাবার সময় কেমন চোখ রাঙিয়ে গেল দেখ্ছেন।

তৃতীয় দৃশ্য

...সুরো গান ভাল

বোম্ব...

.. ...ছেন, ওই যে রম্ভা আসছেন দেবরাজ। আহা হা—কি গায়ের রং ; যেন পক্ক রম্ভাটী !

(রম্ভার প্রবেশ ও নৃত্য, সঙ্গে দুজন সহচরী—তাহারা সুরা পরিবেশন করিতে লাগিল)

ইন্দ্র। অপূর্ব্ব—অপূর্ব্ব নর্ত্তন— এসো প্রিয়ে বাহুপাশে এসো।

(দুর্ব্বাশার প্রবেশ)

দুর্ব্বাশা। দেবরাজ—

পবন। কে বাবা তুমি অকাল বসন্ত ? একি মহর্ষি দুর্ব্বাশা।

[রম্ভার অন্তরালে প্রস্থান

ইন্দ্র। দুর্ব্বাশা ! কে দুর্ব্বাশা ? নমস্কার চরণে দুর্ব্বাশা।

অসময়ে বিশেষতঃ এরূপ অবাঞ্ছিতরূপে

কি কারণে প্রাদুর্ভাব তব ভগবন্ ?

দুর্ব্বাশা। ছিঃ দেবেন্দ্র, জ্ঞান হয়

সুরাপানে হইযাছ সম্বিত বিহীন।

তব যোগ্য আচরণ এই কি বাসব !

তুমি না ত্রিলোক পতি ?

নিযম শৃঙ্খলা রক্ষা স্বধর্ম্ম যাহার

সেইজন সুরাপানে এত উচ্ছৃঙ্খল।

ইন্দ্র। নিযমের ব্যতিক্রম আছে ভগবন।

আজি রাত্রে যা দেখিছ, মনে কর এ সকল কিছু নয়,

অলীক স্বপন। জীবন সে ব্যাকরণ, সন্ধিসূত্র ভরা ;

ক্ষমা কর ভগবান, আজি রাত্রে ব্যাকরণে এ আর্ষ প্রযোগ !

দুর্ব্বাশা। সে বাসব পদে চিরদিন ক'র নমস্কার

ইন্দ্র। সত্য কহি, প্রভাতে সুরাপায়ী জাগ্রত পশুরে
সমাস, বিগ্রহ, সন্ধি, কোনদিকে
এতটুকু খুঁৎ নাহি কোথা।
যাও দেব, আর তোমা রাখিব না ধরে।
যাগ যজ্ঞ দান হোম কত কার্য্য তব—
আর তোমা রাখিব না ধরে।
যাও দেব এবার বিদায় হও,
এ দাসের ভক্তিপূর্ণ প্রণতি লইয়া।

দুর্ব্বাশা। সত্য সত্য দেবরাজ, সুরাপানে সম্বিৎ বিহীন,
হেথা অবস্থান আর যুক্তি যুক্ত নহে।
লওহে বাসব, যাত্রাকালে লহ মোর
আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য মস্তকে।

ইন্দ্র। ও কি পুষ্প ঋষিবর ?

দুর্ব্বাশা। বিষ্ণুকণ্ঠ শোভা এই পারিজাত হার
ভগবান নিজহস্তে দেছেন আমারে।
এই পুষ্প বহুমানে যেইজন শিরপাতি লয়
অমঙ্গল কোন দিন স্পর্শে না তাহারে।
বৈকুণ্ঠের মহালক্ষ্মী চিরদিন তারি বশে রয় ;
লহ ইন্দ্র, লহ এই পারিজাত মালা। (মাল্যদান)
কল্যাণী কমলা তোমা করুন আশ্রয়।

(প্রস্থানোদ্যত)

(রম্ভার প্রবেশ)

ইন্দ্র। প্রিয়ে রম্ভা, আমার কল্যাণী তুমি,
ফুলমালা কি কল্যাণ করিবে আমার।

তৃতীয় দৃশ্য

ব্যোমপথ এই ফুল মালা

গজরাজে করিনু অর্পণ।

(গজের শুণ্ডে মাল্য স্থাপন ; গজ তাহা ফেলিয়া দিল)

আহা, ফেলে দিলে গজরাজ ?

দুর্ব্বাশা। ফেলে দিলে, ফেলে দিলে মত্ত গজ

বিষ্ণুকণ্ঠলগ্ন হার—অবজ্ঞায শির হতে ভূতল উপরে !

আরেরে প্রমত্ত গজ—

শোন্ মোর তীব্র অভিশাপ—

ঐ তোর উদ্ধত মস্তক—অতি শীঘ্র

স্কন্ধচ্যুত হবে।

ইন্দ্র। ঋষিবর—

দুর্ব্বাশা। আর আর তুমি সুরামত্ত গর্ব্বিত বাসব—

ত্রিলোক সাম্রাজ্য লভি মদগর্ব্বে এত জ্ঞান হারা—

মূর্ত্তিমান অগ্নিসম দুর্ব্বাশায কর অপমান ?

শ্রীহরির কণ্ঠহার না ধরিয়া আপন মস্তকে—

অবজ্ঞায় অবহেলে—

তুলে দিলে বনচারী পশুর মস্তকে !

সেথা হতে সেই মালা বিলুণ্ঠিত হইল ভূতলে !

মদগর্ব্ব—মদগর্ব্ব এত।

শোন ইন্দ্র, মম অভিশাপ—

মহালক্ষ্মী এই দণ্ডে করিবেন তোমারে বর্জ্জন।

শ্রীভ্রষ্ট—শ্রীভ্রষ্ট হও—

ইন্দ্র ও পবন } ভগবন ! রক্ষা কর ভগবন্—

'বাসব পদে চিরদিন ক'রি নমস্কার
ি স্বরাপায়ী জাগ্রত পশুরে

দ্বিতীয় দৃশ্য

নদীতীর

(বরুণের প্রবেশ)

বরুণ। কি আশ্চর্য্য! রত্নমালাকে তাঁর স্বামী শনৈশ্চরের নিকট প্রেরণ কল্লুম। স্বামীর তপশ্চর্য্যার সহায়তা করবে বলে সে এলো, কিন্তু আবার একাকিনী পর্ব্বত শৃঙ্গ হতে নেমে আসছে কেন? তবে কি শনৈশ্চর এখানে নেই—অথবা রত্নমালাকে প্রত্যাখ্যান কল্ল! কিছুই তো বুঝতে পার্চ্ছিনা। এই যে রত্নমালা এসে পড়েছে—একি! আলুলায়িত কেশ, কম্পমান দেহ, ঘূর্ণিত চক্ষু তারকা। (রত্নমালার প্রবেশ) কি হয়েছে মা—তুমি ফিরে এলে কেন? স্বামীর দর্শন পাওনি?

রত্নমালা। দর্শন পেয়েছি—চিরদিনের মত—চির জন্মের মত। শেষ দেখা দেখে এলুম বরুণদেব—বুঝি শেষ দেখা দেখে এলুম।

বরুণ। সে কি মা, তুমি কাঁপছ কেন? কি হয়েছে বল।

রত্নমালা। না, কিছুই হয়নি। আমি যাই, আমি যাই—

বরুণ। কোথায়?

রত্নমালা। কোথায় জানি না, বল্‌তে পার বরুণ দেব, যে রমণী স্বামীকে অভিসম্পাত দেয় তার স্থান কোথায়?

বরুণ। স্বামীকে অভিসম্পাত?

রত্নমালা। হ্যাঁ, তিনি বললেন, রমণী পার্শ্বে থাকলে তপস্যার বিঘ্ন হবে। আমায় প্রত্যাখ্যান কল্লেন, ফিরেও তাকালেন না। আমি অমনি তাঁকে অভিশাপ দিলুম—যেমন আমার পানে ফিরে তাকালে না—

তৃতীয় দৃশ্য

.ব না, যার মুখের

ব্যোমপথ

..২ অভিসম্পাত দিলে শনৈশ্চরকে ?

রত্নমালা। হ্যাঁ দিলুম। এবার, যাই মৃত্যুর বুকে আশ্রয় নিই গে। এ কলঙ্কিত মুখ মৃত্যুর কোলে লুকাই গে।

বরুণ। ছিঃ মা। আত্মহত্যা করবে কেন। সবই নারায়ণের ইচ্ছা, তুমি আমি শুধু উপলক্ষ্য।

রত্নমালা। বরুণদেব—

বরুণ। নিজেকে যদি লুকাতেই চাও,—এস মা,
তোমার সন্তানের জল তল গৃহে।
সে গৃহের দ্বার চির মুক্ত রবে মা তোমারি তরে।

(লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রবেশ)

নারায়ণ। আর একজন আশ্রয়প্রার্থী ভিখারী রয়েছে বরুণদেব।

বরুণ। এ কি স্বয়ং লক্ষ্মীনারায়ণ! (উভয়কে প্রণাম)

নারায়ণ। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দাও বরুণ—

বরুণ। কে আশ্রয়প্রার্থী প্রভু ?

নারায়ণ। তোমার জল তল গৃহে আশ্রয়প্রার্থী আজ স্বয়ং নারায়ণ প্রিয়া এই মহালক্ষ্মী।

বরুণ। মাতা—

লক্ষ্মী। দম্ভ মত্ত দেবেন্দ্রকে দুর্ব্বাশা অভিশাপ দিয়েছেন। সেই অভিশাপে ত্রিলোক মধ্যে আমার আর কোথাও স্থান নেই বরুণদেব। তুমি এই কল্যাণী রত্নমালাকে আশ্রয় দিয়েছ, সেই সঙ্গে আমায় একটু আশ্রয় দেবে না বরুণদেব ?

বরুণ। মাতা,—মাতা, স্বয়ং বৈকুণ্ঠের মহালক্ষ্মী উপযাচিকা হয়ে যদি দীন সন্তানের গৃহে আগমন কর্ত্তে চান—ত্রিভুবনে এমন মূর্খ কি কেউ

আছে যে তাঁকে গুরু পদে চিরদিন ক'র নমস্কার
জলতল গৃহ তোমার চরণ স্পর্শী জাগ্রত পঞ্জরে

লক্ষ্মী। নারায়ণ—

নারায়ণ। লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। একি, সহসা এস্থানের বাতাস এমন উত্তপ্ত হয়ে উঠল কেন? নিঃশ্বাস নিতেও যেন কষ্ট হচ্ছে প্রভু?

নারায়ণ। জলন্ত ঋষি অভিশাপ ধেয়ে আসছে লক্ষ্মী, তোমায় ত্রিভুবন চ্যুতা কর্ত্তে; তারই সংস্পর্শে বায়ুমণ্ডল অগ্নিতপ্ত! যাও দেবী আর বিলম্ব নয়, ত্রিলোক পরিত্যাগ করে, তুমি জলতলে আশ্রয় নাও।

লক্ষ্মী। (প্রণমান্তর) আবার কত দিনে শ্রীচরণে আশ্রয় পাব নারায়ণ?

নারায়ণ। যত দিনে ঋষি অভিশাপ সাঙ্গ না হয়।

বরুণ। এস মা—

লক্ষ্মী। নারায়ণ—নারায়ণ—

নারায়ণ। ছিঃ কেঁদো না লক্ষ্মী--বিদায়কালে আমায় কাঁদায়ো না আর, তুমি যাও, প্রজ্জলিত ঋষি কোপানল হতে জলতলে আত্মগোপন কর—আত্মগোপন কর। [লক্ষ্মী, রত্নমালা ও বরুণের প্রস্থান

(নেপথ্যে করুণ রাগিণী—মঞ্চ অন্ধকার)

নারায়ণ। অন্ধকার, অন্ধকারে ব্যাপিল ভুবন।
ঘনীভূত আঁধারের মর্ম্ম বিদ্ধ করি, ওই ওঠে
নিপীড়িতা নির্য্যাতিতা, লক্ষ্মীহারা
ধরণীর আকুল ক্রন্দন।
কাঁদো বসুমতী, সঙ্গে তব—আর্ত্তরোলে
কাঁদে আজ নিজে লক্ষ্মীপতি।
কি করিলে কি করিলে মোহ অন্ধ দেবেন্দ্র বাসব,
নারায়ণে লক্ষ্মীহারা করিলে আজিকে!

তৃতীয় দৃশ্য

ব্যোমপথ

ধরিত্রীর গান।

জননী চলিয়া গেছে—ভুবন আঁধার করে।
বিজয়া দশমী দিনে কেমনে ফিরিব ঘরে।
দেখিব না আর চকিত বিজলী বল্লরী সমপ্রভা—
মেচ বরণ অলকে ঝলকে মণি মুকুতার আভা—
আর দেখিব না চরণ নখরে মূরছিত শত চাঁদ,
তাই ভাসি আঁখি লোরে।

[গীতান্তে প্রস্থান

(গ্রহগণের প্রবেশ)

১ম গ্রহ। কে অমন করে কেঁদে যায় মঙ্গল?

মঙ্গল। ও শোকাতুরা ধরিত্রী।

১ম গ্রহ। ধরিত্রী?

মঙ্গল। হ্যাঁ—দুর্ব্বাশা শাপে মহালক্ষ্মী অন্তর্দ্ধান হয়েছেন। লক্ষ্মী-হারা পৃথিবী তাই অমন আকুল ক্রন্দন কর্চ্ছে।

১ম গ্রহ। মঙ্গল!

মঙ্গল। লক্ষ্মী যখন অন্তর্হিতা তখন মনে হয় আমাদের গ্রহ রাজ্যেও শীঘ্রই একটা বিপ্লব উপস্থিত হবে। সাবধান গ্রহগণ, সময় থাকতে সকলে সাবধান হও।

(হাসিতে হাসিতে তৃতীয় গ্রহের প্রবেশ)

৩য় গ্রহ। হাঃ হাঃ হাঃ—হোঃ হোঃ হোঃ—

মঙ্গল। কি হে ভায়া—তুমি অত হাসছ কেন!

বুধ। হাসব না! ঐ ঐ যে দূরে তাকিয়ে দেখ গ্রহগণ,—বলতো চোখে ঠুলি বেঁধে আসছেন ও কে?

মঙ্গল। চোখে ঠুলি, তাইতো, আমাদের শনৈশ্চরের চোখে ঠুলি কেনহে? উনি না হিমালয় শৃঙ্গে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন?

বুধ। তপস্যা শেষ হয়েছে, তপস্যার ফলে শনৈশ্চর ভস্মলোচন হয়েছেন বুঝেছ। উনি এবার গ্রহরাজত্ব উজ্জ্বল কর্ত্তে ফিরে আস্ছেন।

সকলে। সে কি! ভস্মলোচন—!

বুধ। হ্যাঁ হ্যাঁ। চিত্ররথ রাজার মেয়ে শনিকে অভিশাপ দিয়েছে যার দিকে উনি শুভ হোক অশুভ হোক একবার দয়া করে দৃষ্টি দেবেন তারই মুণ্ড ভস্ম হবে।

সকলে। এঁ্যা বলকি! একেবারে ভস্ম! হাঃ হাঃ হাঃ।

মঙ্গল। না না এ হাসবার কথা নয—এ বড় ভাবনার কথা হল গ্রহগণ। মহালক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানে বিপৎপাত হবে বলেছিলুম, এখনি ত তার সূচনা!

বুধ। কি বিপদ?

মঙ্গল। বুঝছ না? শনিকে আর গ্রহ রাজত্বে রাখা চলে না, ভেবে দেখ, ও যদি কখনো আমাদের গ্রহগণের মধ্যে কারু পানে তাকিয়ে বসে?

বুধ। ও বাবা—সেওতো বটে! না না, এ বড় সাংঘাতিক কথা। মঙ্গল গ্রহের পরামর্শমত ওকে অবিলম্বে গ্রহরাজত্ব হতে সরিয়ে দেওয়াই উচিৎ কি বল ভাই সব?

সকলে। নিশ্চয়—নিশ্চয। আমবা ওকে গ্রহরাজ্য হতে নির্ব্বাসিত করব।

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। কাকে গ্রহরাজত্ব হতে নির্ব্বাসিত কর্ব্বে?

মঙ্গল। এই যে ভগবান বিষ্ণু! বলহে গ্রহগণ, আমাদের পরামর্শের কথাটা ভগবানকে শুনিয়ে দাও—

বুধ। তুমিই বলনা ভাই।

মঙ্গল! শুনুন ভগবন—আমরা এই সব গ্রহেরা ভেবে দেখলুম

শনৈশ্চরকে গ্রহবাজত্বে স্থান দেওযায সমূহ ভযের কারণ আছে। তাই আমরা সবাই মিলে তাকে আমাদের সমাজচ্যুত করব স্থির করেছি।

বুধ। চলে এসো—আব বিলম্ব কবা উচিৎ নয।

বিষ্ণু। কিন্তু শনিব অপরাধ?

বুধ। বলেন কি প্রভু! অপবাধ নয? সে বমণী কর্তৃক অভিশপ্ত, তাকে কি আর সমাজে রাখা চলে? যাই, তাকে বিদায করে আসি—বলে আসি, আব তোমার মুখ দর্শন কবব না। [প্রস্থান

বিষ্ণু। শনিকে গ্রহ সমাজচ্যুত করবে তোমবা? দেবর্ষি নারদ—

(নারদেব প্রবেশ)

নাবদ। আমায স্মবণ কবলেন প্রভু?

বিষ্ণু। শুনেছ দেবর্ষি, আজ হ'তে শনৈশ্চর নাকি গ্রহ সমাজচ্যুত, আত্মীয বান্ধব তাড়িত।

নারদ। সেকি! তার অপরাধ?

বিষ্ণু। সতীব প্রার্থনাতে শনি কর্ণপাত করেনি—তাই হ'ল এই দুর্দ্দশা শনৈশ্চবের।

নারদ। প্রভু—

বিষ্ণু। সতী নাবীব অভিশাপ ব্যর্থ হবাব নয, শনির দৃষ্টিপাতে জীবমাত্র ভস্ম হবেই। তবে গ্রহ সমাজ হতে যাতে বিচ্যুত না হয তার ব্যবস্থা আমি করব। সম্প্রতি দেবার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে! ভোলানাথ সেই সন্তান দর্শন করার জন্যে ঐ দেখ কৈলাস শৃঙ্গে ধ্যানাসন হতে উত্থিত হযেছেন। সন্তান দর্শনকালে আমি বিষ্ণুমাযা দ্বারা শিবের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করব, যাতে তিনি শিশুর মস্তক দেখতে পাবেন না।

নারদ। তারপর?

বিষ্ণু। তার ফলে—না সে কথা এখন নয়—যাও দেবর্ষি, দেবী পার্ব্বতীর পুত্র সন্দর্শনের জন্যে শনিগ্রহকে সঙ্গে নিযে কৈলাসে উপস্থিত হও। যথাকালে আমিও সম্মিলিত হব ঐ কৈলাস পর্ব্বতে।

পার্ব্বতী। দেখাব সন্তান তোমা, আগে বল—
দিবে তারে কোন উপহার ?
শিব। উপহাব ! উপহ্লব !
ভাঙ্গখোব, ভিক্ষাজীবি পাগল শঙ্কর—
সিদ্ধিভাণ্ড, ভিক্ষাপাত্র দুই শুধু সম্বল আমাব—
বল দেবি, কি চাই ইহার ?
সিদ্ধিভাণ্ড, কিম্বা এই ভিখারীর ঝুলি ?
পার্ব্বতী। আপনি ভিখারী ভোলা,
তাই কি সন্তানে চাহ ভিখাবী সাজাতে ?
জযা—জয়া—
জং। মা—
পার্ব্বতী। নিযে আয নবীন শিশুবে।
(জযা শিশুকে আনিল)
প্রভু, পুত্রে তব কর আশীর্ব্বাদ।
শিব। এই সেই নবীন কুমার !
সর্ব্বদেহে আছে সুলক্ষণ—
কিন্তু তবু যেন মনে হয, কি আশ্চর্য্য,
পার্ব্বতী, এ শিশুব মস্তক কোথায ?
পার্ব্বতী। কেন প্রভু, একি অলক্ষণ কথা কব উচ্চারণ,
এই তো মস্তক !
শিব। ওঃ রযেছে মস্তক ! কিবা জানি আমি ?
সিদ্ধির নেশায মোর ঘূর্ণিত লোচন,
তাই দেবি পাইনি দেখিতে।
পার্ব্বতী। প্রভু, তোমার মুখের কথা—
সে তো কভু মিথ্যা নাহি হয়।

মহাভয়ে কাঁপিছে হৃদয়।
দুই চোখে জলধারা বুঝি আর মানে না বারণ!
একি হল দেব দিগম্বর,
কি অশুভ শিশুরে ঘিরিল?

শিব। শুভাশুভ সামান্য জনেরে প্রিয়া করে উচাটন।
নাগের নীবিত বক্ষে আমি ভোলানাথ,
আমার ঘরণী তুমি শক্তি স্বরূপিনী—
চঞ্চল হয়োনা প্রিয়া, শুভ কিম্বা অশুভ দর্শনে।

পার্ব্বতী। তবু যে পারি না প্রভু, স্থির রহিবারে।
লভিয়াছি মাতৃত্বের মধুর আস্বাদ,
মাতৃস্নেহ ক্ষীরধারে বক্ষে মোর বহিছে প্লাবন।
ভোলানাথ, ভোলানাথ,
শিশুরে যদ্যপি স্পর্শে কোনো অকল্যাণ,
উন্মাদিনী হইবে পার্ব্বতী।
কর প্রভু, যে হয় উপায়।

শিব। হায় দেবী, ভুবন ঈশ্বরী তুমি—
তবু আজ মাতৃস্নেহে আচ্ছন্ন নয়ন,
তাই প্রিয়া, বুঝিছ না—ব্যর্থ নাহি হয় যাহা নিয়তি বিধান।

পার্ব্বতী। প্রভু, প্রভু,—

শিব। শোন প্রিয়া, নন্দীমুখে দেবগণে, ঋষিগণে,
সপ্তর্ষি মণ্ডলে আমি দিছি সমাচার।
কৈলাসে আসিয়া তারা—
আশীর্ব্বাদ করিবেন তোমার শিশুরে।
(নেপথ্যে—জয় হর পার্ব্বতী)
ওই শোন কোলাহল!

ত্রিভুবনবাসী বুঝি সমবেত হইল কৈলাসে ;
যাই আমি অভ্যর্থনা করি জনে জনে।
মনে রেখো হে পার্ব্বতী,
গ্রহগণ আশীর্ব্বাণী, দেব-ঋষি কৃপা,
এ হতে কল্যাণকব কিছু নাই এ তিন ভুবনে।

[শিবের প্রস্থান

পার্ব্বতী। ভগবন, তোমার মুখের বাণী—সেই সত্য হোক্।
নন্দনের হউক কল্যাণ—!

(নেপথ্যে কোলাহল ; দুন্দুভিধ্বনি। নন্দীর প্রবেশ)

নন্দী। মাতা, অভ্যাগতগণ নবকুমারকে দেখতে উদ্‌গ্রীব।

পার্ব্বতী। এখানে নিযে এসো।

(নন্দীর প্রস্থান ও দেবতা, সিদ্ধ-সিদ্ধাঙ্গনাগণেব প্রবেশ)

সমবেত দেব, ঋষি, ও সিদ্ধ-সিদ্ধাঙ্গনাগণ, আপনারা আমার কুমারকে আশীর্ব্বাদ করুন।

১ম। স্বস্তি—স্বস্তি—

২য়। শুভ—শুভ—

৩য। কল্যাণ হোক্—পার্ব্বতীনন্দনেব কল্যাণ হোক।

পার্ব্বতী। নন্দী—।

(নন্দী সকলকে লইযা চলিযা গেল।
নাবদের প্রবেশ)

নারদ। জযতু গণদেব—জযতু গণদেব—

পার্ব্বতী। এসো এসো দেবর্ষি, তুমি আমার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর!

নারদ। আশীর্ব্বাদ করব বলেই তো এসেছি মা,—কিন্তু এসে দেখি সর্ব্বদেবতা ও ঋষিমণ্ডল তোমার সন্তানকে এত রকম আশীর্ব্বাদ করে গেলেন যে আমার করবার মত কোন আশীর্ব্বাদই বাকী নেই।

পার্ব্বতী। ও কথা বোলোনা দেবর্ষি, পুত্রের জন্য আমার মন বড় উচাটন। অমঙ্গল আশঙ্কায় কেন জানি না থেকে থেকে হৃদয় আমার কেঁদে উঠছে।

নারদ। অমঙ্গল আশঙ্কা! কেন মা, দেব ঋষি, সিদ্ধ সিদ্ধাঙ্গনা সকলেই তো তোমার নবশিশুর কল্যাণ কামনা করে গেলেন। এমন কি শুভাশুভের নিয়ন্তা গ্রহগণও শিশুকে আশীর্ব্বাদ করেছেন। শুধু এক শনিগ্রহ ছাড়া সবাই তো এসেছেন মা—

পার্ব্বতী। শনৈশ্চর কেন এলনা দেবর্ষি?

নারদ। কি জানি মা, শনির মতিগতি শনি নিজেই জানেন। বললুম তো কত, এমন কি সঙ্গে করে কৈলাস পর্য্যন্তও নিয়ে এসেছিলুম—কিন্তু তোমার কাছে এলেন না।

পার্ব্বতী। কেন - কেন এল না আমার কাছে? দেবর্ষি, আমার যে বড় ভয় হচ্ছে। শনি কি তবে আমার পুত্রের মঙ্গল কামনা করে না? আমার যেন মনে হচ্ছে তার ওপরেই - শুধু তার ওপরেই আজ আমার পুত্রের শুভাশুভ নির্ভর কর্চ্ছে। নন্দী—নন্দী—

নন্দী। মা—

পার্ব্বতী। শীঘ্র যাও, খুঁজে দেখ কৈলাস পর্ব্বতের কোন স্থানে শনৈশ্চর অবস্থান করছে, তাকে আমার আদেশ জানিয়ে বলবে—না—না—তাকে গণেশজননীর কাতর অনুরোধ জানাবে, সে যেন একটীবার আমার কাছে আগমন করে।

নন্দী। যাচ্ছি মা,—আমি এখনি শনৈশ্চরকে সঙ্গে নিয়ে আসছি।

[নন্দীর প্রস্থান

নারদ। হুঁ, শনৈশ্চরকে তো ডাকতে পাঠালে মা, কিন্তু সে কি আসবে! চিরদিন তার কুটীল, হিংসুটে মন, কারও ভাল দুচক্ষে দেখতে পারে না। সে এসে তোমার পুত্রের দিকে তাকালে যদি তোমার শিশুর

এতটুকু কল্যাণ হয়, এই জন্যই হয়তো সে আসতে চায় না। গ্রহ-রাজত্বে শনির মত এমন কুগ্রহ—এই যে শনির পরিবর্ত্তে শনির পিতা স্বয়ং সূর্য্যদেব উপস্থিত।

(সূর্য্যের প্রবেশ)

আসুন সূর্য্যদেব, আপনার পুত্রের গুণগানই কচ্ছিলাম এতক্ষণ। মাকে বলছিলুম শনির মত অমন নম্র স্বভাব সন্তান কারুর হয় না।

সূর্য্য। গণেশজননী, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

পার্ব্বতী। এসো এসো সূর্য্যদেব।
কোথা তব পুত্র শনৈশ্চর?
তাহার দর্শন লাগি প্রতিপল করিছ গণনা—

সূর্য্য। দেবি, আমি সূর্য্য, আশীর্ব্বাদ করিতেছি নন্দনে তোমার।
ক্ষমা কর শনৈশ্চরে—
পারিবে না দেখিতে সে তোমার নন্দনে।

পার্ব্বতী। দেখিবে না—দেখিবে না—আমার সন্তানে?

নারদ। কেমন করে দেখবেন! বুঝতে পাচ্ছ না মা, ঐ যে তখনি বললুম তোমায়, শনৈশ্চরের স্বভাবই নয় যে কারু প্রতি শুভদৃষ্টি করেন।

পার্ব্বতী। সূর্য্য!

সূর্য্য। ক্ষমা করো পুত্রে মম, ক্ষমা করো জননী ঈশানী!

পার্ব্বতী। ক্ষমা! আসিবে না শনৈশ্চর আদেশে আমার!
আরে আরে মন্দগামী গ্রহ শনৈশ্চর, এত স্পর্দ্ধা তব?
সুর নর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব বন্দিত এই পার্ব্বতী কুমার,
তার পানে নাহি চাও! নাহি কর তারে সম্ভাষণ—!
শঙ্কর ভামিনী আমি জগৎ ঈশ্বরী,
সকাতরে অনুরোধ করিলাম তোমা—
তবু তব এত দম্ভ, পার্ব্বতীর অনুরোধ কর প্রত্যাখ্যান!

শোন্ শোন্ ওরে মতিহীন গ্রহ,
অভিশাপ—অভিশাপ দানিলাম তোরে—

সূর্য্য। দেবি, দেবি, পায়ে ধরি—পায়ে ধরি তব,
অভিশাপ দানিও না নন্দনে আমার।
ওই, ওই চেয়ে দেখ মাতা—
তোমার শাপের ভয়ে পাণ্ডুর বদনে
হোথা হতে চাহে শনি গনেশের পানে।
(গনেশের মস্তক সহসা স্কন্ধচ্যুত হইল)

পার্ব্বতী। একি হ'ল—একি হ'ল! স্কন্ধচ্যুত গণদেব!
ওঃ পুত্র, পুত্র, পার্ব্বতীর জীবনের নিধি!
আরে দুরাত্মন্ শনি—
ভস্ম হ—ভস্ম হ ত্বরা মম অভিশাপে।
(অন্তরীক্ষে শনি ভস্ম হইয়া গেল)

সূর্য্য। ভস্ম হল, পুত্র মোব ভস্ম হয়ে গেল! পুত্র—পুত্র—
[প্রস্থান

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। কি করিলে—কি করিলে জননী অম্বিকা।
শনৈশ্চরে ভস্মীভূত করিলে কি হেতু?

পার্ব্বতী। নারায়ণ,
আমার সন্তান-শিব শনৈশ্চর ভস্ম করিয়াছে।

বিষ্ণু। বিশ্বের জননী তুমি মহেশ ভামিনী—
শনৈশ্চব, সেও মাতা নন্দন তোমার।
এক পুত্রে বধিয়াছে অন্যপুত্র তব—
তাই বলে মাতা হয়ে পুত্রে ভস্ম করিলে জননী?

পার্ব্বতী। সত্য, সত্য কথা বলিয়াছ কমলা-বল্লভ।
সত্যই তো, একি ভ্রান্তি, একি মোহ মোর!
ক্রোধবশে জ্ঞান হারা শনিরে বধিনু!
নারায়ণ, অপরাধ করেনি তো শনি—
আমিই আপনি তারে গণদেবে দেখিতে বলেছি।
হায় হায়, কেন ভস্ম করিলাম তারে!
শনি—শনি, হতভাগ্য নন্দন আমার,
বিশ্বমাতা উমা তোমা স্মরিতেছে কাঁদিতে কাঁদিতে!
যায় যাক্ গণদেব, তিরস্কার করিব না আর,
পরিবর্ত্তে করিলাম গ্রহরাজ তোমা ;
গ্রহরাজ রূপে তুমি পুনর্ব্বার হওগো জীবিত।

বিষ্ণু। তোমার আশীষে মাতা—
শনৈশ্চর সুনিশ্চিত লভিবে জীবন,
কিন্তু মাগো পদযুগ খঞ্জ হবে তার।

পার্ব্বতী। নারায়ণ, কি কারণ খঞ্জপদ হবে শনৈশ্চর?

বিষ্ণু। করুণারূপিনী মাতা,
শনৈশ্চরে শাপ দিয়ে, পুনর্ব্বার
গ্রহরাজরূপে তারে দানিলে জীবন।
তবু দেবী, অমোঘ তোমার শাপ—
সেই হেতু খঞ্জ হবে শনির চরণ।
দুঃখ করিও না মাতা—
এইবার ফিরে পাবে গণদেবে তব।
সুদর্শনে করেছি আদেশ—
উত্তর শয়নে যারে পাইবে দেখিতে,
মুণ্ড তার কাটিয়া আনিবে।

সেই শির গণদেব স্কন্ধে পুনঃ করিব স্থাপন।
ঐ—ঐ শুনি চক্রের ঘূর্ণন—
হের—হের মাতা গজমুণ্ড লযে ঐ
ব্যোমপথে আসে সুদর্শন।

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। ও কি। ও যে আমার গজের মুণ্ড। অভিশাপ।
দুর্ব্বাশার অভিশাপ।

বিষ্ণু। সুদর্শন, সুদর্শন, রাখ গজ শির,
সঞ্জীবিত করি গণদেবে।

পার্ব্বতী। একি, কি আশ্চর্য্য। সঞ্জীবিত গণদেব,
গজানন নন্দন আমার!

ইন্দ্র। গজানন নন্দন তোমার।
আমারি গজের শিরে সঞ্জীবিত হয়েছে নন্দন।
এই গজাননে মাতা করি আশীর্ব্বাদ,
দেবতা সমাজ মাঝে শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ গুণী,
সর্ব্বতত্ত্ব ব্রহ্মবিদ হইবে গণেশ।
ইহার স্মরণে জীব ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম,
সর্ব্বসিদ্ধি পাবে।
বিঘ্নেশ গণেশ নাম উচ্চারিলে শুধু—
সর্ব্ববিঘ্ন নাশ হয়ে যাবে।

বিষ্ণু। আমি বর দিলাম গণেশে—
ত্রিংশ কোটী দেবতার মাঝে
সর্ব্ব অগ্রে হে পার্ব্বতী, জীবগণ—
গজানন গণেশে পূজিবে।

বোসো দেবী সানন্দে লইযা তব গণদেবে কোলে,
গণেশ জননী মূর্ত্তি ত্রিলোকেব নযন জুড়াক।

(দেবদেবীগণের গীত)

নমো গণেশ, নমো গণেশ নমো গণেশ জননী।
পাতক নাশি স্নিগ্ধ হাসি ঝরিছে যেন নবনী।
জ্বালা জর্জ্জব নিখিল বিশ্ব নিঃস্ব দুঃখময,
তাবে শান্তি দাও, মৈত্রী দাও, করোগো বিঘ্ন লয।
এসো গণেশ এসো, গণেশ জননী এসো,
আমাদের ঘব করুক মুখব তোমাদেব জযধ্বনি।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনপথ

(ধরিত্রীর গীত)

বরষণ হীনা তাপিতা ধরণী কাঁদিছে নভতলে চাহিয়া,
বারি দাও—বারি দাও কোথা জলধর,
বাঁচুক নিখিল-জন ধারা জলে নাহিয়া।
এসো হে সজল ঘন বারিদ ধারা,
ত্যজি তপন দহন পাষাণ কারা,
এসো বন্ধুর কঙ্কর পথে,
এসো সুন্দর মনোহর রথে,
মৃদু মৃদু গুঞ্জরি সঞ্চরি সঞ্চরি
তব তৃণ মঞ্জরী মুঞ্জরিয়া।

ইন্দ্র। ফিরে চাও সুকল্যাণী, স্বর্গাধিপ আমি ইন্দ্র
আবির্ভূত সম্মুখে তোমার;
কহ ভদ্রে, কেবা তুমি?
কি কারণ আর্তকণ্ঠে স্মরিতেছ মোরে?

ধরিত্রী। ভিখারিণী, বসুন্ধরা আমি দেবরাজ,
তব পদে জানাই প্রণতি।

ইন্দ্র। বসুন্ধরা! লক্ষ কোটী নর জীবে তুমিই পালন করো—
ক্ষীরধার জলে? রস ঘন পক্ক শস্য ফলে?

ধরিত্রী। কে কারে পালন করে, তুমি যদি না হও সদয় ?
আজ্ঞায় তোমার—জলবাহী মেঘদল—
বারিধারা করিত বর্ষণ,
কিন্তু হায় না জানি কি গুরু অপরাধে—
দীর্ঘকাল নভতলে নাহি হয় বারিদ সঞ্চার!
হে বাসব, কৃপা করো, কৃপা করো মেদিনীর প্রতি,
চোখের সম্মুখে মরে, খাদ্যাভাবে জলাভাবে সন্তান আমার,
কোন্ মহাপাপে মাতা হয়ে এহ দৃশ্য দেখিব নয়নে ?

ইন্দ্র। ভাবিও না বসুন্ধরা।
কোথা আছ—কোথা আছ মেঘদল
ঘন ঘোর নিদ্রায় মগন। শীঘ্র এস
শ্যামকান্ত জলদ পুষ্কর—

মেঘগণের প্রবেশ।

মেঘগণ। উপনীত দাসগণ।

ইন্দ্র। শুন মেঘদল দীর্ঘ অনাবৃষ্টি ফলে—
ধরাতলে মরে জীব অন্নজলাভাবে।
শীঘ্রগতি—বায়ু রথে করি আরোহণ,
বেয়ে যাও, দলে দলে গগন মণ্ডলে,
সপ্ত দিবানিশা সবে জলধারা করহ বর্ষণ,
শস্য শ্যামা সুজলা সুফলা পুনঃ হউক মেদিনী—

মেঘগণ। যথা আজ্ঞা প্রভু— [প্রস্থান

ইন্দ্র। ঐ ঐ হের বসুন্ধরা, ঘনশ্যাম মেঘদল—
প্লাবিল অম্বর শোন শোন ওঠে অই দ্রিমি দ্রিমি
মৃদঙ্গের রোল ; সঙ্গে তার মেঘ কন্যা বিজলীর
নেহার নর্ত্তন। উল্লাস, উল্লাস করো তাপিতা মেদিনী,
এখনি মাসঙ্ক তব পূর্ণ হবে যুঁথী বেলা কদম্ব কেশরে।

ধরিত্রী। উল্লাস করিতে কেন চোখে আসে জল !
কেন প্রাণে—একি হল, একি হল ! শুনি যেন দিকে দিকে
ভয়াতুর জীবের ক্রন্দন !
ঐ ঐ সবে ধেয়ে চলে রক্ষা করো বলি।

ইন্দ্র। কি আশ্চর্য্য ! মেঘ নাহি বরষিছে জল !
অগ্নিবৃষ্টি—অগ্নিবৃষ্টি !

ধরিত্রী। জ্বলে গেল—জ্বলে গেল, বিশ্বসৃষ্টি—
ভস্ম হয়ে গেল ! সন্তান, আমার সন্তান কাঁদে !
সন্তান, সন্তান—

[প্রস্থান

ইন্দ্র। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও—মেঘদল,
সম্বরণ করো ত্বরা অনল বর্ষণ।

(মেঘদলের পুনঃ প্রবেশ)

মেঘদল। সুরপতি ! সুরপতি !

ইন্দ্র। আরে আরে উদ্ধত জলদ,
এত স্পর্দ্ধা তোমা সবাকার !
বারিধারা বরষিতে করিনু আদেশ,
পরিবর্ত্তে তার, অনল প্রবাহে চাহ ধরণীরে বিদগ্ধ করিতে !

১ম মেঘ। হে বাসব, মেঘদল আজ্ঞাবহ কিঙ্কর তোমার।
কি সাধ্য যে লঙ্ঘিব আদেশ ! সত্য কহি শুন দেব,
নাহি জানিতাম কভু স্বর্ণভৃঙ্গে যত জল আছিল মোদের,
কোনক্ষণে হল পরিণত সবই তার
অগ্নিময় লাক্ষার প্রবাহে ! বরষিতে চাহি জল,
ঝরে শুধু ঘূর্ণমান অনল নির্ঝর !

ইন্দ্র। স্তব্ধ হ রে উদ্ধত পুষ্কর !
মেঘ ভৃঙ্গারের জল সুনিশ্চিত—
লুক্কায়িত অন্য কোন স্থলে। চাহ তুমি স্তোক বাক্যে
বাসবে ভোলাতে ? আরে মূঢ়,
জল কভু রূপান্তর হয় কি অনলে ?

(শঙ্খনাদের প্রবেশ)

শঙ্খ। তাও হয় দেবরাজ !
লক্ষ্মীছাড়া বিশ্বমাঝে, সুধাস্নিগ্ধ পিপাসার জল—
তাও জেনো হতে পারে ধূমায়িত তরল অনল।

ইন্দ্র। কে তুমি যুবক ?

শঙ্খ। শঙ্খনাদ নাম মোর, জলেশ্বর বরুণ নন্দন—

ইন্দ্র। বরুণ নন্দন, উদ্ধত সে স্বর্গভ্রষ্ট নীচাশয় বিদ্রোহীর সুত !

শঙ্খ। সাবধান দেবরাজ, পিতৃ নিন্দা শুনাতে আসিনি !
বিদ্রোহী ! বিদ্রোহী আমার পিতা স্বর্গভ্রষ্ট বটে।
কিন্তু ত্যজিয়া পাপের স্বর্গ মহালক্ষ্মী নিজে—
বাস করিছেন এবে আমার সে পুণ্যময় পিতার আশ্রয়ে।
লক্ষ্মী নেই তব রাজ্যে, তাই ইন্দ্র তিন লোকে
এত হাহাকার, দিকে দিকে অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষ মড়ক !

ইন্দ্র। শঙ্খনাদ, ফিরে চাই মহালক্ষ্মী আমি।

শঙ্খ। দুর্ব্বাশার অভিশাপ—?

ইন্দ্র। অভিশাপ নিজ শৌর্য্যে অতিক্রম করিব নিশ্চয়—।

শঙ্খ। এত শৌর্য্য তব দেবরাজ ? হায় অন্ধ,
মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির বচন, বাহুবলে চাহ তুমি ব্যর্থ করি দিতে ?

ইন্দ্র। বিতণ্ডায় নাহি প্রয়োজন, মম আজ্ঞা—
ফিরে দিতে হবে মোরে জগৎ লক্ষ্মীরে—

শঙ্খ। আজ্ঞা! আজ্ঞা করা শোভা পায়
ওই তব অনুচর ভৃত্যগণ প্রতি।
আমি নহি ভৃত্য তব—রক্ত চক্ষু দেখায়ো না মোরে—

ইন্দ্র। দিবে না লক্ষ্মীরে?

শঙ্খ। না, কভু নাহি দিব।
দেহ মাঝে এক বিন্দু থাকিতে শোণিত,
লক্ষ্মীরে লভিবা পুনঃ, শোনহে বাসব—
তোমা সম লক্ষ্মীছাড়া হব না স্বেচ্ছায়—

[প্রস্থানোদ্যত

ইন্দ্র। মেঘদল—বাধা দাও উদ্ধত যুবকে—

শঙ্খ। মেঘদল বাধা দিবে মোরে? দূর হ, দূর হ রে,
হীনবীর্য্য ইন্দ্রের স্তাবক—

[মেঘদলের প্রস্থান

ইন্দ্র। একি! ফিরে যায় মেঘদল তোমার বচনে!

শঙ্খ। বলেছি তো! মহালক্ষ্মী ত্যজিয়াছে তোমা,
ভৃত্যও সে নাহি মানে সে কারণ তোমার শাসন।

ইন্দ্র। না—না—হেন অপমান আমি কভু না সহিব।
মেঘদলে করিব শাসন। তোমার গমন পথ সুনিশ্চিত
নিরুদ্ধ করিব। বজ্র—বজ্র—

শঙ্খ। ডাকো বজ্রে দেবেন্দ্র বাসব,
মহালক্ষ্মী মাতার সন্তান
মাতৃ আশীর্ব্বাদ মোর এ দেহের অক্ষয় কবচ,
দেহ স্পর্শে বজ্র অস্ত্র রেণু রেণু হয়ে—
এখনি লুটাবে পড়ে ধূলার উপরে।
ডাকো ডাকো বজ্রে বজ্রপানি, দেখি তব কেমন—
পৌরুষ—

ইন্দ্র। বজ্র—বজ্র—

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। শান্ত হও দেবরাজ, বজ্র অস্ত্রে ফিরাও ত্বরায়।

ইন্দ্র। নারায়ণ—

বিষ্ণু। যাও শঙ্খনাদ তুমি আপন ভবনে।

শঙ্খ। যথা আজ্ঞা ভগবন— [প্রস্থান

ইন্দ্র। প্রভু, কি কারণ বজ্র আহ্বানিতে মোরে নিরস্ত করিলে?

বিষ্ণু। দধীচি ঋষির হাড়ে বজ্রের নির্ম্মাণ,
লক্ষ্মীর আশ্রিত জনে সেই বজ্র করিয়া সন্ধান—
ঋষির আস্থারে ইন্দ্র কি কারণ অপমান করিতে বাসনা?

ইন্দ্র। কেন দেব হেন বাণী কহ? বজ্র অস্ত্র ব্যর্থ হয়ে যেতো?

বিষ্ণু। শুধু নহে ব্যর্থ হোতো, যা' বলেছে শঙ্খনাদ—
প্রতিবর্ণ সত্য তার জানিও নিশ্চয়। লক্ষ্মীর আশ্রিত জনে
নিহত করিতে, চূর্ণীকৃত হত বজ্র আঁখির নিমেষে।

ইন্দ্র। নারায়ণ, কি হবে উপায় তবে?
পুনর্ব্বার লক্ষ্মীলাভ কেমনে করিব?

বিষ্ণু। দম্ভ, অহঙ্কার তব যতদিনে লুপ্ত নাহি হয়,
ততদিন পাবে না লক্ষ্মীরে! ত্যজ সর্ব্ব অহঙ্কার;
ভক্তিভরে দীন কণ্ঠে ডাকো তাঁরে দিবস শর্ব্বরী।
তপস্যার হোমানলে সর্ব্ব দম্ভ আহুতি দানিয়া—
পারো যদি স্মরিতে তাঁহারে, দুর্ব্বাশা বলিছে মোরে,
তবে হবে শাপ অন্ত, তবে পুনঃ ফিরে পাবে জগৎলক্ষ্মীরে।

ইন্দ্র। তাই হবে নারায়ণ, আজি হতে সর্ব্ব দম্ভ দিনু বিসর্জ্জন।

বিষ্ণু। আভিজাত্য, পৌরুষ গরব, ঐশ্বর্য্যের মোহমদ—
জীবনের সর্ব্ব অহঙ্কার—

ইন্দ্র। সব—সব আমি এই দণ্ডে পরিত্যাগ করি ভগবন।

বিষ্ণু। উত্তম শোন তবে হে বাসব,
দেববৈরী অসুর সকল। সেই অসুরের দ্বারে,
দেবের সম্রাট তুমি, সেই তোমা কৃতাঞ্জলী পুটে আজি—
দাঁড়াতে হইবে। পারিবে দাঁড়াতে ?

ইন্দ্র। তব অভিপ্রেত হলে, পাই যদি সেইরূপে জগৎ লক্ষ্মীরে—
নিশ্চয় দাঁড়াব প্রভু। বল মোরে, সেথা গিয়ে কি করিতে হবে ?

বিষ্ণু। ভিক্ষা চাবে সাহায্য তাদের।
তারপর সম্মিলিত দেব দৈত্যে
ক্ষীরোদ পযোধি জল করগে মন্থন।
মন্থনের দণ্ড কর মন্দর পর্ব্বত, বাসুকী নাগের রজ্জু
সেই দণ্ডে কর আবেষ্টন।
মুহুর্মুহু সিন্ধুজল মন্থনের শেষে
পুনরায় মহালক্ষ্মী হবে আবির্ভূতা।

ইন্দ্র। প্রভু—

বিষ্ণু। যাও ইন্দ্র দৈত্যগণ পাশে,
সমুদ্র মন্থন ব্রত কর উদযাপন— [প্রস্থানোদ্যত

ইন্দ্র। কিন্তু প্রভু, এক প্রশ্ন, মন্থনের কালে—
কে ধরিবে সিন্ধু জল মন্দরের ভার ?

বিষ্ণু। সে কারণ চিন্তা তব কেন আখণ্ডল ?
বিশ্বম্ভর আমি, যুগে যুগে বিশ্বভার করেছি ধারণ।
সমুদ্র মন্থনকালে—হলে প্রয়োজন,
বিশ্বের কল্যাণ হেতু, মন্দরের ভার—
কুর্ম্মরূপে নিজ পৃষ্ঠে করিব ধারণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমুদ্রতলে কমল-কানন

(ফুলকুমারীদের গীত)

কল কল ছল ছল জল বয়ে যায়,
ফুলকলি মোরা খেলি হেথা নিরালায়।
দোলদোদুল, দোলদোদুল, আয় দোদুল দুলি,
ঢেউ মৃদঙ্গ জল তরঙ্গ নাচে ঠমক তুলি।
চাস্ যদি দুলতে—
সব ব্যথা ভুলতে—
উচ্ছল চঞ্চল জল তলে আয়।

[প্রস্থান

(লক্ষ্মী ও রত্নমালার প্রবেশ)

লক্ষ্মী। কি সুন্দর এই ফুলকুমারীদের খেলা। সত্যি বলছি রত্নমালা, সমুদ্রতলে এই বরুণপুরে আমার কোন দুঃখ নেই। বরুণদেব ও তাঁর পুত্র শঙ্খনাদের সেবা-যত্নের কথা আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না।

রত্ন। আর বরুণরাজের মেয়ে বরুণা?

লক্ষ্মী। বরুণা! তার কথা কি বলব রত্নমালা! অত প্রীতি অত ভালবাসা, অমন ভক্তির চন্দন নির্য্যাসে আজ পর্য্যন্ত বুঝি আর কেউ আমায় কখনো পুজো দেয়নি। লোকে বলে, আমি নাকি কল্যাণময়ী; আমার দৃষ্টিতে নাকি ঝরে পড়ে কল্যাণের অমিয়ধারা! লক্ষ্মী যদি কল্যাণী হয়, তবে বলতে সাধ যায় রত্নমালা, ওই বরুণা সমুদ্রলোকের দ্বিতীয় লক্ষ্মী। তাই ওকে আদর করে ডাকি আমি সখি বলে।

রত্ন। দেবি—

লক্ষ্মী। এত প্রীতি পেয়েছি—এত শ্রদ্ধা পেয়েছি এই সমুদ্র-গৃহে, তবু রত্নমালা, হৃদয় যে আমার কিছুতে স্থির থাকে না! সারা দিন রাত্রি হৃদয় আমার আকুল হয়ে কাঁদছে; কবে ফিরে যাবো গোলক বৈকুণ্ঠপুরে, কবে আবার দেখবো নারায়ণের শ্রীমুখপঙ্কজ! তিনি ভিন্ন এ জগৎ যে আমার অন্ধকার, জীবন যে আমার শূন্য হয়ে গেছে রত্নমালা!

রত্ন। দেবি—দেবি—

লক্ষ্মী। একি। তুমি কাঁদছ রত্নমালা!

রত্ন। না, কিছু না—কিছু না—

লক্ষ্মী। রত্নমালা!

রত্ন। আমায়, আমায় ক্ষমা করো দেবি, এত সুখঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও স্বামী বিরহে তুমি আকুল। আর আমি? আমি কিনা আমার স্বামীকে নিজমুখে অভিসম্পাৎ দিয়ে এলুম! দেবি, এ মহাপাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই? বল দেবি, আমার জীবন দিয়েও কি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারব না?

লক্ষ্মী। অনুশোচনাতেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত রত্নমালা! তুমি সত্যই অনুতপ্ত, তাই তোমার পাপেরও হয়েছে অবসান। এবার স্বামীকে ফিরে চাও রত্নমালা?

রত্ন। পাবো? তাঁকে এনে দেবে দেবি? কিন্তু, কিন্তু—আমার অভিসম্পাতে তাঁর যে দৃষ্টি বন্ধ! সে অভিসম্পাত কি কবে খণ্ডিত হবে দেবি?

লক্ষ্মী। তার জন্যে ভেব না রত্নমালা, আমি তার উপায় করব। নীলা—

নীলা। মাতা—

লক্ষ্মী। তোমার মুকুটমনিটি রত্নমালাকে দাও নীলা।

নীলা। এই নাও দেবি—

রত্ন। কি হবে এই নীল পাথরে?

লক্ষ্মী। ওই নীলা ধারণ কর ভক্তি-আনত চিত্তে। নীলাকে কদাপি সঙ্গহারা করোনা. যতক্ষণ তোমার কাছে নীলা থাকবে, আর শুধু তুমি কেন, ত্রিলোকে যার কাছে নীলা থাক্‌বে·· ভস্ম হওয়া দূরের কথা, শনির দৃষ্টি তার পক্ষে হবে অতি শুভ—অতি কল্যাণকর।

রত্ন। দেবি—

লক্ষ্মী। যাও, নীলা তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমি 'আশীর্ব্বাদ কর্চ্ছি, স্বামী গৃহে ফিরে তুমি স্বামী সোহাগিনী হবে।

রত্ন। ওই যে সাগর-কন্যা বরুণা, যাবার আগে বরুণার কাছে বিদায় নিয়ে যাই—

লক্ষ্মী। না—না, ও তোমায দেখলে কিছুতে ছাড়বে না তুমি যাও তোমার হয়ে আমি বরুণাকে বুঝিয়ে বলব।

রত্ন। যথা আজ্ঞা দেবী!— [রত্নমালা ও নীলার প্রস্থান

(গাহিতে গাহিতে বরুণার প্রবেশ)

শোন শোন সখি, বলব কানে কানে
দেখি শেষ রাতে এক অবাক স্বপন—
কে জানে তার মানে?
আমি যেন ঘুমিয়েছিনু প্রবাল মণির খাটে—
যূঁই ফুলের বিছানায়,
নিভে গেছে ঘিয়ের পিদীম, চুলগুলি মোর
এলো মেলো দখিণ হাওয়ায়।
নীল আকাশে হঠাৎ আলোর ঝলকলি,
দেখে অবাক মানি,
আনমনে তাই শিথিল আঁচল বুকের 'পরে দিই টানি
এমন সময় ছি ছি বলতে আমার বাধে,
না বলে সই হৃদয় আমার মুখর হয়ে কাঁদে,
এমন সময় এলো বুঝি চোর—না না চোর নয়
শ্যামল কিশোর।
আমার বুকে ঘুমায় সুখে বলনা লো সই,
এই স্বপনের মানে।

লক্ষী। বরুণা—

বরুণা। বল, আমার স্বপনের মানে বল !

লক্ষী। মানে শ্যামল কিশোর শিগ্‌গির হয়তো আসছেন তোমার বুকে ঘুমুতে !

বরুণা। ধেৎ! ভাল কথা, তুমি একা এখানে! রত্নমালা কোথায়—

লক্ষী। রত্নমালা চলে গেছে তার স্বামীর কাছে—

বরুণা। চলে গেছে !

লক্ষী। বরুণা—বরুণা, কথা শোন বরুণা—

বরুণা। না, আমি তোমার সঙ্গে আর কথাটী কইব না।

লক্ষী। বরুণা—

বরুণা। কেন—কেন তুমি রত্নমালাকে যেতে দিলে ?

লক্ষী। অবুঝ হযো না বরুণা, তার স্বামী যে তাকে নিতে সমুদ্রতীরে অপেক্ষা কচ্ছিলেন।

বরুণা। স্বামী নিতে এলেই যেতে হবে বুঝি ?

লক্ষী। পাগলী! মেয়েছেলে কি কখনো স্বামীর অবাধ্য হতে পারে ? স্বামীর চেযে বড় দেবতা মেযেছেলের যে আর কেউ নেই—

বরুণা। কিন্তু তোমার স্বামী যদি কখনো তোমায় নিতে আসেন, তুমিও চলে যাবে আমাদের ছেড়ে ?

লক্ষী। বরুণা—

বরুণা। শোন কমলা, ভোর রাত্রে দেখেছি এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন !

লক্ষী। কি স্বপ্ন ?

বরুণা। দেখলুম, দলে দলে কারা সব সমুদ্র সৈকতে আসছে ! দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব-কিন্নর, কত নরনারী·· তার যেন সীমা পরিসীমা নেই ! তারা এসে বললে, দাও, কমলাকে ফিরিয়ে দাও। আমি কেঁদে

উঠলুম—দেব না, 'কমলাকে আমি যেতে দেব না…;তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল !

লক্ষ্মী। বরুণা—

বরুণা। কেন, কেন, এমন স্বপ্ন দেখলুম ! এ স্বপ্ন সত্য হবে না তো ?

(বরুণ ও শঙ্খনাদের প্রবেশ)

বরুণ। স্বপ্ন তোর সত্য হল মা,—স্বপ্ন বুঝি সত্য হল !

বরুণা। বাবা—

বরুণ। ঐ—ঐ—তোর দাদা শঙ্খনাদ নিজ চক্ষে দেখে এসেছে, দেবরাজ বাসব সম্মিলিত হতে চলেছে—দৈত্যদল সঙ্গে ; তারা সমুদ্র মন্থনের আয়োজন কর্চ্ছে মা কমলাকে কেড়ে নিয়ে যেতে।

বরুণা। সেকি ! কি হবে কমলা ? কি হবে ?

শঙ্খনাদ। কিসের ভয় বরুণা। করুক তারা সমুদ্র মন্থন আয়োজন, আসুক দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব কিন্নর সম্মিলিত শক্তি নিয়ে। শঙ্খনাদ জীবিত থাকতে কারও সাধ্য নেই মাতাকে সাগর দুর্গ হতে হরণ করে।

বরুণ। শঙ্খনাদ—

শঙ্খ। আজ্ঞা দাও—আজ্ঞা দাও পিতা, জলদল বাহিনী নিয়ে এই দণ্ডে ধেয়ে যাই সমুদ্র সৈকতে…সম্মিলিত ত্রিলোকবাসীকে যুদ্ধ দান করতে—

বরুণ। যুদ্ধযাত্রা করবি তাদের বাধা দিতে ! কিন্তু—কিন্তু ওরে পুত্র, ভুলে যাস্ কেন, এ মন্থনের উদ্যোক্তা যে স্বয়ং লক্ষ্মীপতি নারায়ণ—

শঙ্খ। হোন নারায়ণ—তাঁকেই আমি যুদ্ধ দান করতে চললুম পিতা। (উভয়কে প্রণাম) চিন্তিত হয়ো না পিতা,—এই মহাযুদ্ধে বিশ্ববাসী দেখবে, কে বেশী শক্তিমান,—লক্ষ্মীপতি নারায়ণ কিম্বা লক্ষ্মীর চরণাশ্রিত সন্তান। [প্রস্থানোদ্যত

লক্ষ্মী। শঙ্খনাদ—শঙ্খনাদ ?

শঙ্খ। আমায ডাকলে দেবি—

লক্ষ্মী। তুমি যেয়ো না—

শঙ্খ। যাবো না !

লক্ষ্মী। না, এ যুদ্ধে কাজ নেই।

বরুণ }
শঙ্খ } কাজ নেই !

লক্ষ্মী। আমি স্বীকার কর্চ্ছি, যুদ্ধে তুমি বিজয়ী হবে, আমার বরপুত্র তুমি, প্রভুর সুদর্শনচক্রও তোমায বাধা দিতে পারবে না। তবু—তবু তুমি যেযো না—

শঙ্খ। কেন দেবি ? চুপ করে থেকো না—কেন যুদ্ধযাত্রা কর্ত্তে নিষেধ করছ বল—

বরুণ। বুঝতে পাচ্ছ না—এখনো বুঝতে পাচ্ছ না—শঙ্খনাদ, কেন দেবি সমুদ্র মন্থন আয়োজনে বাধা দিতে নিষেধ কর্চ্ছেন ? ওরে শঙ্খনাদ—চেয়ে দেখ—ঐ মৌন আনত অধর, ঐ অশ্রু ছলছল আঁখি···ও যে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কর্চ্ছে··দেবীর আমাদের গৃহ আর ভাল লাগছে না। কমলা চঞ্চলা হযে উঠেছে—এ গৃহ ত্যাগ করতে। ওরে শঙ্খনাদ, এখান থেকে চলে যেতে চায, পাষাণী মা আমার চলে যেতে চায। [প্রস্থান

শঙ্খ। কমলা—কমলা—

বরুণা। কমলাকে ডেকোনা দাদা। যে চলে যেতে চায়, তাকে জোর করে ধরে রাখবে কেমন করে ?

শঙ্খ। বরুণা—

বরুণা। ঐ দেখ, পদ্মবনে ফুলের পাঁপড়ীগুলো খসে পড়ছে, মৃণালগুলো শুকিয়ে নুয়ে পড়ছে ! বুঝছ না, এ কার জন্য ? কে আমাদের এই সোণার কমল বন দুপাযে দলে চলে যাচ্ছে।

শঙ্খ। চলে যাচ্ছে, কমল বন শূন্য করে কমলিনী চলে যাচ্ছে! সত্য যদি তাই হয়—ওই ওই, যে স্বর্ণকমল, দেবী যেখানে রাতুল চরণ রেখে জ্যোৎস্নারাতে তোকে রূপকথা শোনাত, ওইখানে দেবীর চরণ স্পর্শে জেগে উঠেছিল না—ওই স্বর্ণ কমল! ও কমল…ও কমল কেন শুকিয়ে যায় না—ও কেন ঢলে পড়ে না? আমি ছিঁড়ে নিয়ে আসবো, উপড়ে নিয়ে আসবো।

বরুণা। না—না—ছিঁড়ে ফেল না—কমলার স্মৃতি ছিঁড়ে ফেল না—

শঙ্খ। কমলার স্মৃতি! দেবী যদি চলে যায়, তার স্মৃতি জেগে রইবে—আমাদের রাত্রিদিন কাঁদাবার জন্তে? না—না—ও স্মৃতি আমি মুছে ফেলব।

বরুণা। দাদা—দাদা—

লক্ষ্মী। শঙ্খনাদ—শঙ্খনাদ—কমল ছিঁড়ে ফেল না—আমি যাব না—

বরুণা, শঙ্খ } যাবে না! সত্যি বল তুমি যাবে না?

লক্ষ্মী। না, আসুন দেব দৈত্য নিয়ে স্বয়ং নারায়ণ সমুদ্র মন্থন কর্ত্তে; তাদের বাধা দিও না—যুদ্ধ করো না—আমি নিজে কথা দিচ্ছি—এ সমুদ্র গৃহ আমি আমি কোন দিনই ছেড়ে যাব না—যেতে পারব না।

তৃতীয় দৃশ্য

দৈত্যপুরীর প্রকোষ্ঠ

(রাহু সুরাপান মত্ত)

[নর্ত্তকীদের নৃত্য গীত]

দিন চলে যায় মিছে কাজে হায়—
নিশিথিনী, রিনি ঝিনি, রিনি ঝিনি নূপুর বাজায়।
মধুবন ছায় বহে মৃদু বায়—
জাগে বিহগ মিথুন ফুল তুণ মদন সাজায়।
মদ রঞ্জিত অধরে সোহাগ কুঙ্কুম ঝরে—
হিয়া পরে রেখে ভীরু হিয়া—
লজ্জিত বধু ডাকে প্রিয়
প্রিয় বলে প্রিয়া প্রিয়া,
দুজনেরই আননে চুম্বনে চুম্বনে—
কথা থেমে যায়।

(দৈত্য সম্রাট কালকেয়র প্রবেশ)

কালকেয়। বয়স্য রাহু—

রাহু। আদেশ করুন দৈত্যেশ্বর কালকেয়! সুন্দরীরা—সম্রাটের প্রীত্যার্থে আর একখানি—

কালকেয়। না—রাহু,—সুন্দরীদের বিদেয় কর।

[নর্ত্তকীদের প্রস্থান

কাল। রাহু—

রাহু। সম্রাট!

কাল। বহুদিন অগাধ আলস্যে অর্থাৎ সুরা আর সুন্দরী নিয়ে দিন কাটিয়ে—এখন আর ভাল লাগছে না। দানবের সবল বাহুর মাংস যেন অচল জড়ত্ব লাভ করেছে। একটা নূতন কিছু উদ্দীপনা, একটা নূতন কিছু—

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। সম্রাট—

কাল। কি সংবাদ ?

প্রহরী। দেবরাজ ইন্দ্র—

কাল। দেবরাজ ইন্দ্র ! যাও, সসম্মানে নিয়ে এসো।

[প্রহরীর প্রস্থান

দেবরাজ ইন্দ্র অকস্মাৎ—

রাহু। হয়েছে মহারাজ, হয়েছে ! দেবতাদের সাথে বলে অন্তর্যামী। যেমনি মুখের কথা বার করেছেন কি করেন নি, অমনি দেখুন হয়ত কোন লড়াইয়ের খবর নিয়ে দেবরাজ—

কাল। মূর্খ, দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হলে, দেবরাজ ইন্দ্র কেন আসবেন সাক্ষাৎ করতে ? দেবতা যুদ্ধ প্রয়াসী হলে—

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। না দৈত্যেশ্বর, আমি যুদ্ধ প্রয়াসী নই। তোমার দ্বারে সাহায্যপ্রার্থী—

কাল। সাহায্যপ্রার্থী ? দেবরাজ অসুর দ্বারে ! এ বড় বিচিত্র কথা।

রাহু। বিশ্বাস কর্বেন না সম্রাট—ওর ভেতর নিশ্চয় কোন প্যাঁচ আছে—

কাল। তুমি চুপ কর রাহু ! দেবরাজ ?

ইন্দ্র। হয়ত শুনেছ অসুররাজ, দুর্বাসা শাপে আমি শ্রীভ্রষ্ট—

রাহু। হুঁ—কে না জানে; দেবরাজ যখন পরিপক্ক রম্ভা আস্বাদনে ব্যস্ত, সেই সময়—

কাল। রাহু! জানি দেবরাজ, শ্রীভ্রষ্ট শুধু তুমি নও, শ্রীভ্রষ্ট হয়েছে সমস্ত ত্রিভুবন।

ইন্দ্র। মহালক্ষ্মী আশ্রয় নিয়েছেন বরুণের সমুদ্র গৃহে। তোমার সাহায্যে সমুদ্র মন্থন করে—সেই মহালক্ষ্মীকে উদ্ধার করব—এই প্রার্থনা নিয়ে এসেছি আমি—

কাল। সমুদ্র মন্থন!

রাহু। না দধি মন্থন?

কাল। রাহু!

রাহু। ক্ষমা করুন মহারাজ। আমি আর একটি কথা না বলে এবার থেকে নীরবে রোমন্থন কর্ব্ব।

কাল। হুঁ। তোমার রোমন্থন করাই উচিত।

ইন্দ্র। শোন অসুর রাজ, সমুদ্র মন্থনে মন্দর পর্ব্বত হবে দণ্ড, বাসুকী নাগ হবে রজ্জু, দেবাসুর মিলিত হয়ে অতল সাগর মথিত করে বিশ্বলোকে ফিরিয়ে আনবো সেই মহালক্ষ্মী জননীকে। ত্রিভুবন তার ফলে হবে শস্য শ্যামা; ঐশ্বর্য্য সম্পদ ও কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী সেই মহালক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আন্‌তে, তুমি সহায় হও দৈত্যেশ্বর!

কাল। মহালক্ষ্মী ত্রিভুবনের। তাঁকে ফিরে পেলে দেব দৈত্য সকলে হবে সমান লাভবান। সে হিসেবে তোমার প্রস্তাবে স্বীকৃত হতে পারি! কিন্তু—মথিত সাগর হতে যদি কোন ধন রত্ন উত্থিত হয়—

ইন্দ্র। প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি অসুর রাজ, দেব দৈত্য হবে তার সমভাগী—

কাল। প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছ! আচ্ছা, দেখা যাবে তখন—

ইন্দ্র। তুমি স্বীকৃত তা হলে?

কাল। স্বীকৃত! কিন্তু আর এক কথা—

ইন্দ্র। বল—

কাল। বাসুকী নাগের রজ্জু দিয়ে সাগর মথিত হবে! দেবদৈত্য নাগের দুই দিকে ধারণ কর্ব্বে, দেবতা আজ সাহায্যপ্রার্থী আর দানব সাহায্য-দাতা! সুতরাং মন্থনকালে দেবগণ ধারণ কর্ব্বে সর্পের অধমাংশ অর্থাৎ পুচ্ছভাগ, আর অসুরদের দিতে হবে উত্তমাংশ--শিরোভাগ।

রাহু। উহুঁ—উহুঁ—

কাল। রাহু—

রাহু। না প্রভু, এই যে রোমন্থন কচ্ছি।

কাল। বল দেবরাজ, তোমরা পশ্চাতে থেকে অসুরদের যদি আকর্ষণ করতে দাও সেই সর্পরাজের শিরোভাগ, তবেই স্বীকৃত হব -সমুদ্র-মন্থনে।

ইন্দ্র। তাই হবে দৈত্যরাজ, তোমার অভিলাষ অনুযায়ী দেবতা ধারণ কর্ব্বে সর্পের পুচ্ছ, আর দৈত্যগণ ধারণ কর্ব্বে মস্তক।

কাল। উত্তম! চলো তবে সমুদ্র-মন্থনে—

[ইন্দ্র ও কালকেযর প্রস্থান

রাহু। সহস্রফণা বাসুকী নাগ—তার ফণার দিকটা বেছে নিলেন আমাদের বুদ্ধিমান মহারাজ! এমন বুদ্ধি না হলে…মহারাজ আবার চলেন রোমন্থন করতে!—

চতুর্থ দৃশ্য

পার্ব্বত্যপথ

(নারদ ও পার্ব্বতী)

নারদ। সমুদ্র মন্থন মাগো, সমুদ্র মন্থন !

পার্ব্বতী। সমুদ্র মন্থন !

নারদ। হাঁা, জননী, দেব দৈত্য মিলিত হইয়া
মন্থন করিছে সবে ক্ষীরোদ পয়োধি।

পার্ব্বতী। বলকি দেবর্ষি, মোরা তো জানি না কিছু !

নারদ। এতো বড় বিচিত্র সংবাদ—,
স্বচক্ষে দেখিযা এনু সাগর সৈকতে,
ত্রিভুবনবাসী জন সমবেত পরম উল্লাসে।
শুনিলাম দেবেন্দ্র বাসব নিজে জনে জনে—
আমন্ত্রিত করেছে তা সবে ! ভূচর—খেচর আদি
যত জীব আছে, সবে আমন্ত্রণ পায়—
অথচ কি অদ্ভুত ঘটন,
দেবের দেবতা যিনি ভুবন ঈশ্বর
সেই ভোলানাথ মহেশ্বর
না জানেন কোন সমাচার !

পার্ব্বতী। কেমনে পাবেন বার্ত্তা ;
রাত্রি দিন কেটে যায় ধ্যানাবেশে মুদিত লোচন !

নারদ। বুঝিলাম মাতা, কিন্তু তা বলে
ইন্দ্রের উচিত ছিল, একবার নিমন্ত্রণ জানাতে হেথায়।
না, না ধূর্জ্জটীরে একি তার অবজ্ঞা জননী—

পার্ব্বতী। অবজ্ঞা! অবজ্ঞা, এত স্পর্দ্ধা, অবজ্ঞা সে করে দেবদেবে—

(শিবের প্রবেশ)

শিব। না—না পার্ব্বতী, অবজ্ঞা নহেক ইহা—,
দেবরাজ প্রিয ভক্ত মোর! জানে সে অন্তরে,
অন্তর্য্যামী আশুতোষে জানেন সকলি,
আমন্ত্রণে কি কাজ তাঁহারে!
তাই সে ডাকেনি মোরে সমুদ্র মন্থনে—

নারদ। কিন্তু দেব, মণিরত্ন উঠিল যা ভারে ভারে সমুদ্র হইতে,
উচ্চৈশ্রবা হয় আদি বিচিত্র বাহন, কত লব নাম—
আমি। সকলি লইল তারা, উচিৎ কি নাহি ছিল
দেবদেবে অংশ দান করিতে তাহার?

পার্ব্বতী। বল প্রভু, কেন নিরুত্তর? বল?

শিব। কি বলিব হৈমবতী,
বসন ভূষণে মোর কিবা প্রয়োজন,
আমি লই তাহা যা না লয় অন্য জন।
ঘৃণা করি ব্যাঘ্র চর্ম্ম কেহ না লইল
তেঁই মোরে বাঘাম্বর পরিতে হইল।
অগুরু চন্দন নিল কুঙ্কুম কস্তুরী,
বিভূতি না লয় তেঁই বিভূষণ ধরি।
মণি রত্ন হার নিল মুকুতা প্রবাল,
কেহ না লইল তেঁই আছে হাড়মাল।
ধুতুরা কুসুম নাহি লয় কোন জন—
তেঁই অঙ্গে ধুতুরা করিনু বিভূষণ।
রথ গজ লইল বাহন পরিচ্ছদ,
কেহ নাহি লয় তেঁই আছয়ে বলদ।

পার্ব্বতী। চমৎকার চমৎকার যুক্তি তব,
শ্মশান বিহারী ভোলা—
দারা পুত্র আছে যার ··হেন যুক্তি তার পক্ষে—
অতি চমৎকার !

শিব। হৈমবতী !

পার্ব্বতী। কি-আর কহিব তোমা, নিজে তুমি সর্ব্বত্যাগী—
সেজেছ ভিখারী, তব সনে ভিখারিণী আমিও সাজিব।
কিন্তু ভাবি, কোন্ প্রাণে, কোন্ প্রাণে, মাতা হয়ে
সন্তানেরে ভিখারী সাজাবো ·

[প্রস্থান

শিব। হৈমবতী—হৈমবতী—
কি করিলে হে দেবর্ষি,
ঈশানী যে অভিমানে কেঁদে চলে গেল !

নারদ। অভিমান ভাঙ্গিবে মাতার,
সমুদ্র মন্থন অংশ লয়ে এসো ভোলানাথ
বাসবের নিকট হইতে—

শিব। সমুদ্র মন্থন অংশ—হাঁ—হাঁ—সত্য,
সত্য কথা বলেছ নারদ !
তাই যাই- যাই আমি সমুদ্র সৈকতে।

পঞ্চম দৃশ্য

সমুদ্রতীর

(পবন ও দেবতাগণ)

পবন। ওঃ আজ সাতদিন ধরে অনবরত এই সমুদ্র মন্থন চলছে—তা লক্ষ্মী তো দূরে থাক, লক্ষ্মীর প্যাঁচাটা পর্য্যন্ত সাড়া দিচ্ছে না। এদিকে তো বাসুকী নাগ টানের চোটে মুহুর্মুহু ত্রাহি রব ছাড়ছে। তার বিষের জ্বালায় আমাদের সমস্ত শরীর নীলবর্ণ হযে উঠল। কাজ নেই ভাই আর আমাদেব সমুদ্র মন্থনে। না হয লক্ষ্মীছাড়া হয়েই যতদিন পাবি পৈতৃক প্রাণটা জিইযে রাখি—

(রাহুর প্রবেশ)

বাহু। ওহে, তোমরা থেমো না, থেমে না—

পবন। কে তুমি ?

রাহু। আমি শ্রীমান বাহু, দেববাজের আমন্ত্রণে সমুদ্র মন্থনে এসেছি। যাও যাও, টানোগে, নতুন উৎসাহ নিযে বাসুকী নাগের ল্যাজ ধরে টানতে সুরু করোগে—

পবন। আর ল্যাজ ছুইযে কি হবে দাদা ? তাতে তো কেবল বিষই ঝড়বে।

রাহু। বিষ ঝড়ে তো ল্যাজওযালাদের ভাবনা কি ? যারা শুঁড় ধরেছে ভাবনা তাদের। শোন—শোন, দেববাজ বলছেন, এইবার মন্থনেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। দেখছ না নীল সমুদ্র জলেব ওপর কেম দিব্যজ্যোতি খেলা কচ্ছে! চলো হে দাদা—ল্যাজ টানবে চল। [প্রস্থান

পবন। তাই তো! তাই তো! এত আলো এল কোথা হতে ? মহালক্ষ্মী উঠছেন নাকি ?

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। মন্থন—মন্থন করো ক্ষীরোধ পয়োধি
মহোল্লাসে দেবতা দানব। মথিত সাগর হতে—

ওই দেখ, জ্যোতি পুঞ্জ করিযা বিস্তার
উদিল কে অপূর্ব্ব মূরতি।

পবন। ওকি! ও তো নহে মহালক্ষ্মী। ও যে এক রজতবরণধারী
বিচিত্র পুরুষ! অই, অই আসে এই দিকে,
রূপে ওর আলো করে সমুদ্র-সৈকত!

ইন্দ্র। হে সুন্দর, সিন্ধুজল পরিহরি—
কে তুমি উদিত হলে নযন মোহন?

(চন্দ্রেব প্রবেশ)

চন্দ্র। প্রণিপাত দেবেন্দ্র বাসব। সুধাকব চন্দ্র আমি,
সমুদ্র মন্থনে আজি মম আবিভাব।
এবে আমি আজ্ঞাবহ তব।

ইন্দ্র। হে শশাঙ্ক—তব শুভ আবির্ভাবে
তিন লোকে অন্ধকার হল অপগত।
এবে স্থান করিনু নির্দ্দেশ বজনীব নীল নভতলে।
তথা হতে যুগে যুগে কিরণ ধাবায
করে, [illegible] ম প্রেমিকেব হৃদয বঞ্জন।

চন্দ্র। যথা আজ্ঞা দেব। [প্রস্থান

পবন। হের হের দেবগণ, পুষ্পদাম সুশোভিত—
কি অপূর্ব্ব তরুবর এইবার হল আবির্ভূত।

ইন্দ্র। পুষ্পবৃক্ষ! চিনেছি চিনেছি ওরে! ও যে পারিজাত,
বিষ্ণু কণ্ঠে শোভে যার মালা—

পবন। মরি মরি, কি সুন্দর গন্ধ এই পারিজাত ফুলে!
সারা প্রাণ পুরিল সুবাসে!

ইন্দ্র। তারপর ওঠে ওই, কি অপূর্ব্ব মত্ত গজরাজ,—
ঐরাবত নাম ওর শুনিযাছি ভগবান বিষ্ণুর সকাশে।

ঐ গজ ঐ ঐরাবত হবে বাহন আমার।
থেমো না থেমো না কেহ—চালাও মন্থন।
দিব্য শঙ্খনাদ শুনি সাগর মাঝারে,
এইবার মহালক্ষ্মী হবে আবির্ভূতা।

পবন। দেখ, দেখ দেবরাজ, সুবর্ণ ভৃঙ্গার করে
পুনর্ব্বার উদিল কে সিন্ধুগর্ভ হতে।
ঐ, ঐ আসে সেইজন সাগর ত্যজিয়া—এই পথে—
আমাদের পানে।

(ধন্বন্তরীর প্রবেশ)

ধন্বন্তরী। সম্বর সম্বর ত্বরা, ক্ষান্ত হও দেব দৈত্যগণ—

ইন্দ্র। কে আপনি মহাভাগ করে তব সুবর্ণ ভৃঙ্গার,
সিন্ধুজল হতে কেবা হলে আবির্ভূত ?

ধন্বন্তরী। ধন্বন্তরী নাম মম শুন দেবরাজ।
করধৃত ভৃঙ্গার আমার পরিপূর্ণ অমৃত ধারায়,
বিন্দুমাত্র যে করিবে পান
অমরত্ব লভিবে সে জন।

ইন্দ্র। অমৃত—অমৃত লইয়া এলে ধন্বন্তরী তুমি !

ধন্বন্তরী। লভিয়াছ ইতঃপূর্ব্বে উচ্চৈঃশ্রবা, ঐরাবত, দিব্য পারিজাত,
ত্রিলোক আকল্প বাঞ্ছা কত শত মণি।
সে সকল থাকুক তোমার। সেই সঙ্গে
দিব দান সুধার ভৃঙ্গার, পান করি অমরত্ব লভ জনে জনে।
সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিয়া জলরাজ বরুণনন্দিনী, পদে তব
জানাল মিনতি, সমুদ্র মন্থন এবে ক্ষান্ত করিবারে।

পবন। দেবরাজ, অমরত্ব লভি যদি পান করি সুধাবিন্দু
ভৃঙ্গার হইতে, পাই যদি ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা হয়,—

কি কাজ তা হলে আর লক্ষ্মীর উদ্ধারে ?
আজ্ঞা দেহ, সাঙ্গ করি সমুদ্র মন্থন।

ইন্দ্র। না—না প্রলোভনে আর না ভুলিব।
চাহি না ঐশ্বর্য্য সুখ ;
নাহি চাহি গজ বাজী—রজত কাঞ্চন।
অমরত্ব—তাও পারি দিতে বিসর্জ্জন,—
তবু জেন ছাড়িব না বিশ্বমাতা লক্ষ্মীরে আমার।

ধন্বন্তরী। দেবরাজ—

ইন্দ্র। ধন্বন্তরী বাধা দান করো না আমারে—
চলুক মন্থন—চলুক মন্থন—

ধন্বন্তরী। কিন্তু দেব, কত বর্ষ অবিরাম চলেছে মন্থন।
এত ক্লেশ পারিবে কি সহিবারে দেবতা দানব ?
পারিবে কি নাগরাজ আপনি বাসুকী।

পবন। চেয়ে দেখ দেবরাজ, জ্ঞান হয় দৈত্যগণ অকস্মাৎ
ত্যজে বুঝি নাগ রজ্জু হোথা! ওকি—
ওকি হোথা ধূম পুঞ্জ ওঠে!

ইন্দ্র। তাইতো—চল যাই দেখি গিয়া অসুর সকাশে।

[প্রস্থান

(অসুরগণ ও কালকেযর প্রবেশ)

১ম। দৈত্যপতি, আজ্ঞা দাও, ক্ষান্ত হই সমুদ্র মন্থনে—

কাল। মহাভ্রম, মহাভ্রম করিয়াছি নাগ ফণা স্বেচ্ছায় ধরিয়া,
দীর্ঘকাল পর্ব্বত ঘর্ষণে জ্ঞান হয় নাগরাজ
উদ্গারিবে তীব্র হলাহল ; ক্ষান্ত হও দৈত্যগণ—
আর নাহি করিও মন্থন—

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। না—না—অনুনয় রাখ দৈত্যরাজ, মহালক্ষ্মী—
আবির্ভাব হয়নি এখনো—দৈত্যগণ, মম অনুনয়,
শেষবার, এই শেষবার শুধু করহ মন্থন—

কাল। উত্তম, শেষ চেষ্টা, শেষ চেষ্টা এইবার
দানবকুলের— [প্রস্থান

পবন। দেবরাজ, চেয়ে দেখ, সর্প মুখে বিষ ঝরে সহস্র ধারায়।

ইন্দ্র। বিষ! একি! রুদ্ধ হয়ে আসে কেন শ্বাস,
ত্রিলোক বেষ্টিল যেন ধূমায়িত সুনীল গরল!
ঐ ঐ বুঝি নাগরাজ নিষ্পেষণে করিছে গর্জ্জন—
পলায় দেবতা দৈত্য বিষের তাড়নে!
জ্বলে গেল, বিশ্ব সৃষ্টি জ্বলে গেল বুঝি—
কি হবে উপায় এবে! নারায়ণ, রক্ষা কর প্রভু নারায়ণ—

(নারায়ণের প্রবেশ)

বিষ্ণু। সাধ্য নাহি নারায়ণ রক্ষিবে আজিকে—
কাল কূট বিষ বাষ্প ওঠে ওই সাগর মণ্ডলে,
জ্ঞান হয়, অবিলম্বে সহস্র ফনায় সধূম গলিত অগ্নি
দিকে দিকে হবে প্রবাহিত!
গেল গেল বিশ্ব সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেল,
কে রক্ষিবে—কে রক্ষিবে—এ সঙ্কট কালে—

(মহাদেবের প্রবেশ)

মহাদেব। ভয় নাই, নাহি ভয়, এসো এসো নীলবর্ণ গলিত
অনল—কণ্ঠ মাঝে ধরি তোমা,
নীলকণ্ঠ হোক মহেশ্বর—

(অনলধারা পান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অরণ্যভূমি—দূরে সমুদ্র জলের কিয়দংশ দেখা যায়।

(সুবামত্ত রাহু প্রভৃতি অসুবগণ)

নর্ত্তকীব নৃত্যগীত।

তুমি আমাব প্রিয, বঁধু তুমি আমাব প্রিয,
আমাব গানেব মালাখানি কণ্ঠে তোমাব নিও।
বাদল বাতে বাজলে বাঁশী
কাজল নদীর ধারে
পিছল পথে চলব একা
তোমাব অভিসাবে।
সেথায তুমি একলা ববে,
মেঘলা বাতে আসব যবে—
নিটোল তনুব সুনীল নভে—
চুমাব বাদল দিও।

(কালকেযর প্রবেশ ও নর্ত্তকীদেব প্রস্থান)

কাল। রাহু—

বাহু। সম্রাট!

কাল। এখানে সুবাপানে মত্ত হযে তোমবা নর্ত্তকীর নৃত্যগীত উপভোগ কর্চ্ছ?

বাহু। কি আর কবি বলুন মহারাজ, আপনার আদেশে অসুবগণ সমুদ্র মন্থনে শ্রান্ত হযেছে, একটা কাজ ত চাই তাদের, আপাততঃ যখন

অন্য কাজ কিছু হাতে নেই, তাই সুরা আর সুন্দরী নিয়ে অবসর বিনোদন কচ্ছি—

কাল। না রাহু—সুরা আর সুন্দরী এখন নয়। অসুরদের এখন প্রস্তুত হতে হবে দেবযুদ্ধে।

রাহু। যুদ্ধে ?

কাল। হ্যাঁ, স্মরণ রেখো—এক ভীষণ যুদ্ধ আমাদের সম্মুখে, এ সময় অসুরদের মদ্যপানে প্রমত্ত থাকলে চলবে না। যে কোন মুহূর্তে ওই স্বার্থ-অন্ধ দেবতার সঙ্গে রণোন্মাদনায় মেতে উঠতে হবে। যাও, অসুরদের সে জন্যে প্রস্তুত থাকতে বলগে--

রাহু। এ আবার কেমন বেসুরো গাইছেন মহারাজ ? আচ্ছা, বলিগে ওদের—　　　　[প্রস্থান

(ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র। অসুররাজ !

কাল। এই যে, এসেছ দেবরাজ ? কি চাই ? যুদ্ধ ?

ইন্দ্র। যুদ্ধ কিসের জন্য বন্ধু, যুদ্ধ কার সঙ্গে ?

কাল। কেন, যুগে যুগে যে যুদ্ধে মেদিনী বিকম্পিত হয়েছে সেই দেবাসুব যুদ্ধ ?

ইন্দ্র। না বন্ধু, আর দেবাসুরে যুদ্ধ নেই ; দেবাসুরে এখন হতে মৈত্রীর সম্পর্ক—

কাল। দেবাসুরে মৈত্রী ! তোমরা আলো, আমরা অন্ধকার, তোমরা সুসভ্য ত্রিলোক শাসক, আমাদের তোমরা জান পদানত দাস জাতি বলে ! আমাদের মধ্যে মৈত্রী ! হাঃ হাঃ হাঃ—

ইন্দ্র। তুমি এসব কি বলছ অসুররাজ ? ভুলে যাচ্ছ, আমি যে একদিন তোমার দ্বারে দীন ভিখারি রূপে দাঁড়িয়েছিলুম সমুদ্র মন্থনে

তোমার সাহায্য প্রার্থনা কবে। এখনো মহালক্ষ্মীকে ফিবে পেলুম না, সময়ে অকস্মাৎ অসুবদের সমুদ্র মন্থনে বিরত কবলে কেন ভাই ?

কাল। দেববাজ একদিন অসুবদেব দ্বাবে ভিখাবীব বেশে দাঁড়িযেছিলেন—এ কথা দেখছি দেববাজেব এখনো মনে আছে। দেবতাব স্মরণশক্তিব প্রশংসা কবি। কিন্তু জিজ্ঞাসা কবি দেববাজ, কি সর্ত্তে আমরা সমুদ্র মন্থনে স্বীকৃত হযেছিলাম—সে কথা কি আপনাব স্মরণ আছে ?

ইন্দ্র। সত্ত।

কাল। ওঃ সর্ত্ত বুঝি ভুলে যাচ্ছেন। দেবতাব স্মবণ শক্তি জাগ্রত থাকে তা হলে কেবল নিজেদেব স্বার্থ সিদ্ধিব সময়—না ? স্বার্থে যেখানে বাধে, সেখানে সহজ সবল উত্তব- আপনাদেব স্মবণ ছিলনা, তাই না ?

ইন্দ্র। অসুর বাজ—

কাল। প্রতিজ্ঞা কবেছিলে দেবরাজ, সমুদ্র মন্থন হতে যে কোন বস্তু উত্থিত হবে, দেবতা এবং অসুব সমান অংশ গ্রহণ কবে। মথিত সাগর হতে—উঠেছে উচ্চৈঃশ্রবা হয, গজবাজ ঐবাবত, অনুপম পারিজাত বৃক্ষ, অগনণ ধনরত্ন। তার কোন অংশ, কোন অংশ তোমরা এতদিনে অসুবদেব দিযেছ ?

ইন্দ্র। এখনও বণ্টন কবিনি বটে, কিন্তু তাব সবই সঞ্চিত রযেছে

কাল। স্বর্গলোকে দেববাজেব সুবক্ষিত প্রাসাদ প্রাচীব মধ্যে, তাই না ?

ইন্দ্র। অসুরবাজ—

কাল। স্পষ্ট সহজ কথা শোন দেববাজ, যা স্বর্গে প্রেবণ কবেছ তা আব অসুরকুল পাবে না, একথা তুমিও যেমন মনে মনে জান—তেমনি বুঝতে পেরেছি আমরা যুগে যুগে প্রবঞ্চিত এই অসুর জাতি। যাক্

সে ধনরত্ন, গজবাহন ; কিন্তু এক কথা শোন, আমরা চাই অমৃতের ভৃঙ্গার।

ইন্দ্র। অমৃতের ভৃঙ্গার ?

কাল। হ্যাঁ ধন্বন্তরী অমৃতের ভৃঙ্গার নিযে মথিত সাগর হতে উথিত হযেছে। আমি জানি, সে অমৃত এখনো স্বর্গে প্রেরণ কর্ত্তে পাবনি। সেই অমৃত আমরা চাই—

ইন্দ্র। অমৃত নেবে অসুর ?

কাল। হ্যাঁ, অসুর ! তোমাব প্রার্থনায স্বীকৃত হযে অসুর এসেছিল সমুদ্র মন্থন কর্ত্তে ! বাসুকীর বিষ-জর্জ্জরিত অসুর পান কর্ব্বে সেই মৃত্যুহরা অমৃত। সেই অমৃত পানে সঞ্জীবিত হযে, নববলদৃপ্ত অসুব পুনবায নাগরজ্জু ধারণ করে সমুদ্র গর্ভ হতে আকর্ষণ কবে আনবে অন্তর্হিতা মহালক্ষ্মীকে। দাও দেবরাজ, অমৃত ভৃঙ্গার—এনে দাও—

ইন্দ্র। না, অমৃত দিতে পারব না—

কাল। দেবে না—

ইন্দ্র। না, মৃত্যুজযী সে সুধা অসুরকে দিতে পারব না।

কাল। উত্তম, দেখব দেবরাজ কত শক্তি তোমাব অমৃত অপহরণ করো। যেখানে লুক্কায়িত রাখো সেই সুধার ভৃঙ্গার, অসুরজাতি সে সুধা আয়ত্ত করবেই।

[প্রস্থান

ইন্দ্র। অসুররাজ প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষনা কবল। দেখছি অবিলম্বে দেবাসুর যুদ্ধ অনিবার্য্য ! যুদ্ধ হয ক্ষতি নাই, কিন্তু ওদের সাহায্য না পেলে যে সমুদ্র মন্থন ব্যর্থ হবে, যে মহালক্ষীকে উদ্ধারের জন্য এত আযোজন, সেই কল্যাণরূপা জগজ্জননীকেই যদি না লাভ করতে পারি তবে কি হবে সুধাপানে অমরত্ব অর্জ্জন করে ? একি বিষম সমস্যা ! নারাযণ—নারাযণ—

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। আমায় স্মরণ করলে কেন দেবরাজ ?

ইন্দ্র। সমূহ বিপদ প্রভু, অসুররাজ কালকেয শক্তি বলে সুধার ভৃঙ্গার অধিকার কর্ত্তে চায। সেই সুধাপানে তারা হতে চায অমর,— নতুবা তারা সমুদ্র মন্থন কর্ব্বে না। কি হবে ভগবন ?

বিষ্ণু। তারা যাতে পুনর্ব্বার সমুদ্র মন্থনে ব্রতী হয, তার ব্যবস্থা আমি করব। সুধার ভৃঙ্গার কোথায ?

ইন্দ্র। চন্দ্রদেব সমস্ত দেবসেনা নিযে সেই সুধা পাহাড়া দিচ্ছে।

বিষ্ণু। যাও—সুধার ভৃঙ্গার শীঘ্র আমায এনে দাও—

[ইন্দ্রের প্রস্থান

বিষ্ণু। অসুর চায সুধার অংশ, তারা হতে চায অমর। তাদের মনস্তুষ্টি বিধান না করলে তারা সমুদ্র মন্থন কর্ব্বে না, সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিতা মহালক্ষ্মীকে উদ্ধার করতে তারা সহাযতা কর্ব্বে না। এক নূতন খেলা খেলতে হল দেখ্‌ছি! অসুরের মনস্তুষ্টি! হ্যাঁ, মনস্তুষ্টি বিধান কর্ব্ব, তবে মৃত্যুহরা সুধা দানে নয! মৃত্যুহরা সুধা পাবে দেবতা— আর অসুর পাবে মদমাৎসর্য্যময তীব্র সুরা—সুরা—

(সুধা কমণ্ডলু হস্তে ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র। ভগবন।

বিষ্ণু। দাও—সুধার ভৃঙ্গার আমায দাও।

(ইন্দ্রের কমণ্ডলু প্রদান)

ইন্দ্র। তাকিযে দেখুন প্রভু, সুধা অন্বেষণে অসুরগণ এই দিকেই ধাবিত হচ্ছে।

বিষ্ণু। ওদের আসতে দাও, তুমি সঙ্গোপনে দেবগণকে ওই বৃক্ষ অন্তরালে সমবেত কর দেবরাজ—

ইন্দ্র। যথা আজ্ঞা প্রভু!

(ইন্দ্রের প্রস্থান ও একে একে দেবগণ পশ্চাতের বৃক্ষশ্রেণী মধ্যে সমবেত হইতে লাগিলেন)

কাল। (নেপথ্যে) ওই যে, সুধার ভৃঙ্গার নিয়ে নারায়ণ! ধর ধর—নারায়ণকে বন্দী করে ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নাও সুধাপাত্র।

[কালকেয় সহিত দৈত্যদের প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ মূর্ত্তি রূপান্তরিত হইল স্বর্ণ কমণ্ডলু হস্তে মোহিনী মূর্ত্তিতে]

কাল। এিক—এ যে এক অনুপম সুন্দরী রমণী!
বাহু যেন কোমল মৃণাল,
নিটোল শ্রীঅঙ্গে খেলে চকিত বিজলী!
বিম্বাধরে মৃদু মধু হাসি, মরি মরি,
একি গ্রীবাভঙ্গী আহা বঙ্কিম সুঠাম,
পীনোন্নত বক্ষ পরে, সঘন জঘনে
মূর্চ্ছিত অনঙ্গ বুঝি রচিল শয়ন!
কে তুমি সুন্দরী বামা?
কোন কল্প লোক হতে—
সমুদিতা কামনার কল্পলতা তুমি?

মোহিনী। আমি মোহিনী।
আপনি আপন বৃন্তে প্রস্ফুটিত আমি,
গোত্র পরিচয় নাই—অনাদিকালের আমি
ভুবন মানসী, নাম মোর সুন্দরী মোহিনী।

কাল। মোহিনী তোমার নাম!
মস্তকে তোমার?

মোহিনী। সুধার ভৃঙ্গার!

কাল। সুধার ভৃঙ্গার—দাও, দাও লো মানসহরা,
সুধা দাও তৃষিত দানবে—

মোহিনী। দিব সুধা, কিন্তু এক সাথে লক্ষকোটী
তৃষিত দানবে···তৃপ্তি দেই সাধ্য নাহি মোর।
এসেছ যাহারা···দিব সুধা,—
অন্য যারা আছে আজ্ঞা দাও তাহাদের সাগর মথিতে।

কাল। তাই হবে হে সুন্দরী,—যাও রাহু, দৈত্যগণে
সমুদ্র মথিতে মোর জানাও আদেশ।

রাহু। ব্যাপার সুবিধে লাগছে না—
টুক্ করে বলে আসছি এখুনি। [প্রস্থান

কাল। অপেক্ষা কি হেতু আর
মানস মোহিনী? দাও, দাও ত্বরা পিপাসার সুধা—

(মোহিনী নৃত্য ও কমণ্ডলু হইতে সুধা পরিবেশন—এই সময়ে বৃক্ষ অন্তরাল হইতে নারায়ণের প্রবেশ ও লুক্কায়িত দেবগণকে সুধা পরিবেশন ; মোহিনী নৃত্য করিতে করিতে বিমোহিত দৈত্যদের লইয়া প্রস্থান করিল ; এই সময় রাহুর প্রবেশ, অন্যদিকে নারায়ণকে সুধা পরিবেশন করিতে দেখিয়া)

রাহু। হুঁ—এই ব্যাপার! রোসো—

(রাহু লুকাইয়া গিয়া অঞ্জলী পাতিল, নারায়ণ সুধা ঢালিয়া দিয়াই চমকিয়া উঠিলেন)

নারায়ণ। একি! কে তুই ছলনা করে দেবভোগ্য সুধা পান—কচ্ছিস—কে তুই তস্কর! একি! রাহু দৈত্য! সুদর্শন—সুদর্শন দৈত্যে বধ কর।

রাহু। আমায় কেটেও বধ করতে পারবে না—সুরাপানে আমি অমর! এই মুণ্ড হবে রাহু—আর দেহ হবে কেতু।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

(ধরিত্রীর গীত)

জাগো কমলা জাগো কমলা—
জোছনা ধবল নিশিথে
নিখিল প্রাণে বন্দনা জাগে—
মর্ম্মর বন বীথিতে।
বাহু লতা ঘেরি—শঙ্খ বলয
গলে মুকুতার পাঁতি
মধুর অধরে মৃদু মৃদু হাসি—
ছড়াও অমল ভাতি।
এসো হে শুভদে—এসো হে মানদে—
সিন্দুর টিপ সিঁথিতে।

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। বসুমতী—

ধরিত্রী। ভগবন, এখনো কি নাহি হল শেষ তব সাগর মন্থন ?
কত যুগ প্রতীক্ষা করিব ?
কতক্ষণে উদিবেন মথিত সাগর হতে মহালক্ষ্মী মাতা ?

বিষ্ণু। এইবার মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি শুন বসুমতী,
অচিরে কমলালয আবির্ভূতা হবেন ভূতলে।
আবাহন আযোজন তাঁর সুসম্পূর্ণ করেছ ধরিত্রী

ধরিত্রী। দীনা আমি, সর্ব্বহারা কমলা বিহনে
আযোজন কি করিব দেব ?

বিষ্ণু। দৈন্য তব ঘুচে যাবে মহালক্ষ্মী যে মুহূর্ত্তে—
তোমাব ধুলিব পবে বক্তোৎপল চবণ বাখিবে !
মাঠে মাঠে শ্যাম শস্য, তরু-শাখে সুধাপূর্ণ ফল,
কামদুগ্ধা সমধেনু গোষ্ঠভূমে কবিবে বিহার,
কুবেব ভাণ্ডাব যিনি সম্পদ বৈভবে
মহালক্ষ্মী ভবি দিবে তোমাব অঞ্চল।

ধবিত্রী। নাবাযণ—

বিষ্ণু। যাও ত্বব —
ছাযা সুশীতল অহ বিটপী সঘন তব প্রতি গ্রামপথে
ছেযে দাও স্থলপদ্মে বকুল কুসুমে,—
গৃহ বধূগণে কত আলিম্পন বচিতে অঙ্গনে—
গৃহদ্বাবে মঙ্গল কলস, বেদীমূলে গন্ধদীপ জ্বালো,
কস্তুবী সুবভী বাযু বহে যাক দিকদিগন্তবে।
সুমঙ্গল শঙ্খনাদে আবাহন কব গিযা—
জগৎ লক্ষ্মীবে।

ধবিত্রী। যথা আজ্ঞা ভগবন —

[প্রস্থান

বিষ্ণু। দীর্ঘযুগ পবে ফিবে পাব কমলাবে মোব,
তবু—তবু কেন হিযা উচাটন !
সাধ যায বিদেহী আত্মাবে মোব
কবিতে প্রেবণ অতল সাগবতলে—
মণি-দীপ-দীপ্ত কক্ষে যেথা মোব বিবহিনী প্রিযা
নিশান্তেব ক্ষীণকায শশী লেখা সম,
লীলা পদ্ম বৃন্ত কবে, বসে আছে মোব প্রতীক্ষায।
কমলা, কমলা, জীবন আনন্দরূপা অযি মোর প্রিযা !

[বরুণের প্রবেশ]

বরুণ। কে, কে ডাকিছে কমলারে
অশ্রুবাষ্পে আকুল হইয়া! একি! কমলাবল্লভ?

বিষ্ণু। জলেশ্বর, কহ ত্বরা লক্ষ্মীর সংবাদ;
আছে তো কুশলে—?

বরুণ। কল্যাণ স্বরূপা লক্ষ্মী; সুধাইছ নারায়ণ তাঁহার কল্যাণ?
ভাল ছল হে কপটী তব।
গৃহ মোর আঁধার করিয়া—
কমলাবে নিজ পার্শ্বে আনিবে যখন
কুশল কি অকুশল আপনি দেখিবে।

বিষ্ণু। বরুণ—

বরুণ। আর কিছু বলিব না তোমা;
শুধু এক প্রশ্ন করিতে বাসনা,—
যুগে যুগে অন্ধকারে করেছি যাপন,
জ্বালায়েছ নিজ কক্ষে তুমি সেথা উৎসব প্রদীপ;
যে আনন্দ রসাস্বাদ এ জীবনে কোনদিন
কল্পনাতে লভিনি কখন, আনন্দ স্বরূপা সেই জননীরে মোর
কেড়ে নিতে করিছ প্রয়াস!—

বিষ্ণু। জলেশ্বর—ত্যজ দুঃখ—
তুমি মহীয়ান। এ বিশ্বের গৌরব আকর!
তব দ্বারে প্রার্থীরূপে দাঁড়ায়েছি আমি,
ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও মম কমলারে!

বরুণ। আর একদিন হরি, এই মত ভিক্ষা চেয়েছিলে—
কমলারে জলতলে দানিতে আশ্রয়।
মনে পড়ে সেদিনের কথা?

ভিক্ষা তব করেছি পূরণ।
প্রতিদানে মর্ম্ম মোর রক্তসিক্ত করি,
জলদল নিষ্পেষিত বিদলিত বিমথিত করি—
লয়ে যেতে আসিয়াছ জননীরে মোর! না—না—
ভিক্ষার ছলনে তব আর না ভুলিব!
লক্ষ্মীলাভ করিয়াছি যদি—
স্বেচ্ছায় সে লক্ষ্মী আমি কভু না ত্যজিব।

বিষ্ণু। জলেশ্বর—

বরুণ। শোন তবে হে বিশ্বকুহকী!
জানিতাম মনে, একদিন পুনঃ মাতারে লইতে চাবে—
ছলনা করিয়া! সে ছলনা জাল তব ছিন্ন করে দিতে—
পূর্ব্বভাগে জননীরে করায়েছি কঠোর শপথ।

বিষ্ণু। শপথ?

বরুণ। হ্যাঁ, নিজ মুখে মহালক্ষ্মী অঙ্গীকার করেছেন
মোদের সকাশে, জল তল গৃহ বাস
কোন দিন পরিত্যাগ করিবে না জননী কমলা।
মাতার প্রতিজ্ঞা হরি—
দেখি কি উপায়ে তুমি জননীরে করগো হরণ।

[প্রস্থান

বিষ্ণু। একি সর্ব্বনাশ! হেন পণ করেছে কমলা!
সমুদ্র মন্থন ক্লেশ, এত আয়োজন, সব শেষে
ব্যর্থ হয়ে যাবে। কি করি, কি ভবে উপায়
করি? না না—যে প্রকারে হোক
লক্ষ্মীরে আনিতে হবে—লক্ষ্মীহারা নারায়ণ রহিবে কেমনে!

তৃতীয় দৃশ্য

সমুদ্র গৃহ

(বরুণার গীত)

কমল নয়নে অশ্রু শিশির মুকুতার সম দোলে—
ভাল বেসেছিলে কেন যদি জানো যাবে চলে।
আর আসিবেনা আঁধার ভবনে
নিবু নিবু দীপ নিদয় পবনে
রহি রহি হিয়া ওঠে গুমরিয়া
গুরু গুরু মেঘ রোলে।

লক্ষ্মী। বরুণা, বরুণা, নিজে কেঁদে
কাঁদায়ো না কমলারে আর।
যেতে চাই সাধে কি বরুণা?
ত্রিলোক আমারে আজি করে আবাহন।

বরুণা। আমি তো দিয়েছি দেবী, ত্রিলোকেরে দান,
চন্দ্র পারিজাত আদি
যাহা কিছু আছিল আমার। সকল সঁপিয়া আজি
ভিখারিণী সাজিলাম নিজে,
তবু তোমা রাখিতে নারিব?

লক্ষ্মী। বরুণা, মম বরে দাতার সম্পদ
কোন কালে হবে না নিঃশেষ।

আমি আশীর্ব্বাদ করি—
যাহা কিছু করিয়াছ দান, তাহার অধিক ধনে
পূর্ণ রবে চিরদিন ভাণ্ডার তোমার,
জলনিধি আজি হতে রত্ননিধি নামে হবে—
জগতে আখ্যাত।

বরুণা। থাক্ থাক্ দেবী,—কাজ নেই হেন আশীর্ব্বাদে।
যেথায় রাখিয়া তব রাঙ্গা পা দুখানি
গাঁথিতে প্রবালমালা নিরজনে বসি,
মৃদুস্বরে রূপকথা শোনাতে আমায়,
সেথা প্রস্ফুটিত হল মধুগন্ধী সোণার কমল।
সেদিন সে ফুল আমি দিইনি তুলিতে! আজ যদি সত্য
চলে যাবে, দাঁড়াও, সে পদ্মদল এনে দিই দেবী।

[প্রস্থানোদ্যত

লক্ষ্মী। বরুণা—বরুণা—

বরুণা। চুপ, কি অপূর্ব্ব—

লক্ষ্মী। কি বরুণা—

বরুণা। দেখ, দেখ লক্ষ্মী, কি সুন্দর নীলকান্ত পুরুষ প্রবর
আলো করি সাগরের জল আসিছেন এই দিক পানে

লক্ষ্মী। নীলকান্ত কে পুরুষ?

বরুণা। নাহি জানি দেবী, অই দেখ আয়ত লোচন কোণে
সুপ্রসন্ন দৃষ্টির আলোক, দেহ গন্ধে মত্ত ভৃঙ্গ
কমল কানন ত্যজি মুখ পঙ্কজের পানে—
ধায় মধু লোভে। এত রূপ, এমন লাবনি লক্ষ্মী,
দেখি নাই কোনদিন কোন পুরুষের!

সাধ যায় মুগ্ধ ভ্রমরের মত আপনারে
ঐ পদে করি সমর্পণ ! কে ? কেবা ঐ দিব্যকান্তি
অপূর্ব্ব পুরুষ !

(বরুণের প্রবেশ)

বরুণ। ওই নারায়ণ !

বরুণা। নারায়ণ !

বরুণ। হ্যাঁ নারায়ণ ! আসিতেছে সাগর আঁধার করি
কমলারে কেড়ে নিয়ে যেতে—

বরুণা। কমলা ! কমলা—

বরুণ। ডাকিসনে কমলারে অশ্রুসিক্ত কাতর আহ্বানে,
কি হেতু এ দুর্ব্বলতা সাগর নন্দিনী,
আজ মোরা যুদ্ধে জয়ী ; জয়লক্ষ্মী পরালেন আমাদের
গৌরব তিলক ! তাই দ্বারে উপনীত নিজে নারায়ণ
প্রার্থীরূপে ভিখারীর বেশে।

লক্ষ্মী। ভিখারীর বেশে নারায়ণ ?

বরুণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ নারায়ণ ভিখারী আজিকে ;
ভিক্ষা চান তোমারে কমলা।
ভিক্ষা দান কিম্বা তাঁরে প্রত্যাখ্যান করা—
নির্ভর করিছে আজি আমাদেরই ইচ্ছার উপরে !

লক্ষ্মী। নারায়ণ ভিখারীর বেশে—
দ্বারে তব উপনীত আমারি কারণে !
না না, হে বরুণ, দীর্ঘকাল কমলারে দিয়েছ আশ্রয়,
সে কারণ প্রীতা আমি, সুপ্রসন্না তোমার উপর।
হেন বাণী বোলো না রাজন !
জগৎ বিধাতা যিনি গোলকের পতি,

ভিখারী কি হন তিনি কভু ? এসেছেন নারায়ণ
মথিত সাগর হতে—সগৌরবে স্বাধিকার বলে
কমলারে ফিরাইয়া লইতে ; নহে কভু—
ভিখারীর বেশে।

বরুণ। শোন্ শোন্ কন্যা, মহালক্ষ্মী মাতার বচন !
সগৌরবে স্বাধিকার বলে নারায়ণ লবে কমলারে ? উত্তম ;
আয় আয় কন্যা, লযে আসি কমলার গচ্ছিত সে
স্বর্ণ ঝাঁপি শঙ্খের কুণ্ডল ; কমলারে সব তার
হাতে তুলে দিই। দেখি একবার, বাক্যদান
করি মাতা, কি উপায়ে ছেড়ে যায় সমুদ্র ভবন—

লক্ষ্মী। বাক্যদান ?

বরুণ। হ্যাঁ বাক্যদান! মনে নাই নারায়ণ প্রিয়া,
এই মোর নন্দিনীর পাশে নিজ মুখে বলেছিলে তুমি,
সমুদ্র ভবন মোর কোন দিন কোন কালে—
নাহি হবে কমলাবিহীন !
হে কমলা, দ্বারে নারায়ণ ওই স্বাধিকার লয়ে !
যাও দেখি সাগর ত্যজিয়া, বুঝি তব কেমন গৌরব ?

[বরুণাসহ প্রস্থান

লক্ষ্মী। সত্য সত্য কথা, ভুলে গিয়েছিনু ;
নিজ মুখে বাক্যদাম করেছি যে আমি
না ত্যজিব সমুদ্র ভবন !

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। লক্ষ্মী, কি হবে উপায় প্রিয়া ?

ক্ষ্মী। প্রভু !

বিষ্ণু। 　বরুণের মুখে শুনি মর্ম্মঘাতী বাণী
রহিতে নারিনু স্থির ; স্বপ্নময় সূক্ষ্ম দেহ লয়ে,
অতল সাগর তলে এসেছি কমলা। দীর্ঘ বিরহের রাত্রি
হবে অবসান, আমার অন্তর লক্ষ্মী, আঁধার গগন পটে,
আবার উদিত হবে স্বর্ণবর্ণ কিরণ মালায় ;
সেই মোর জীবনের বাঞ্ছিত লগনে—
একি মহা দুর্দ্দৈব সূচনা ?

লক্ষ্মী। 　নারায়ণ বদ্ধ আমি বরুণ ভবনে—

বিষ্ণু। 　বদ্ধ ! বন্ধনবিহীনা চির চঞ্চলা কমলা
কার সাধ্য বাধিবে তাহারে ! বরুণ ছিনায়ে লবে
নারায়ণ বক্ষশায়ী—চঞ্চলা লক্ষ্মীরে—
নবনী কোমল তনু দেখেছে বরুণ, তাই মনে ভাবিয়াছে
নারায়ণ একান্ত দুর্ব্বল ! নাহি জানে সেই মূঢ়,
এই পুষ্পদাম মাঝে, শতকোটী বজ্রজ্বালা প্রচ্ছন্ন রয়েছে !
কমলারে জলতলে বন্দিনী রাখিবে ?
পুত্র কন্যা বান্ধব সহিত সবংশে করিব ধ্বংস উদ্ধত বরুণে।
এসো এসো ধেয়ে চক্র সুদর্শন—
জল স্রোত মথিত করিয়া—

লক্ষ্মী। 　নারায়ণ নারায়ণ, সম্বর এ প্রলয় মূরতি,
পায়ে ধরি, পায়ে ধরি তব ভগবন—

বিষ্ণু। 　লক্ষ্মী—

লক্ষ্মী। 　বৃথা এ আক্রোশ তব বরুণের প্রতি ;
কেন ভুলে যাও প্রভু, নিজে আমি
বাক্যদান করেছি তাহারে—এ সাগর কভু না ত্যজিব।

বিষ্ণু। 　কমলা—কমলা—বলে দাও মোরে,
কেমনে তোমারে পুনঃ ফিরে পাবো সতি ?

লক্ষ্মী। কেমনে ফিরিয়া পাবে ? ঐ ঐ আসে বরুণা এদিকে,
হাতে লয়ে স্বর্ণ ঝাঁপি বলয় কুণ্ডল ;
ফুল সাজে চাহে বালা সাজাতে আমারে। প্রভু—
ঐ বরুণারে…এক যুক্তি জাগে মোর মনে—

বিষ্ণু। কি সে যুক্তি ?

লক্ষ্মী। কুণ্ডল বলয়ে মোর সাজাও উহারে।
দেহ সজ্জা হয যেন ঠিক্ প্রভু, আমার মতন।
তারপর ? তারপর যেবা হয়, যা কর্ত্তব্য করিব আপনি।
রহি অন্তরালে আমি, সাজাও উহারে। [প্রস্থান

(বরুণার প্রবেশ)

বরুণা। কমলা—কমলা—লহ তব স্বর্ণঝাঁপি দেবি।
একি ! স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষ সুন্দর, তুমি নারায়ণ ?
লক্ষ্মীপতি তুমি ?

বিষ্ণু। লক্ষ্মীপতি নহি দেবি, লক্ষ্মীর মালঞ্চে আমি
দীন মালাকর। স্বহস্তে সাজাই নিতি
দেবীর মালঞ্চ। চিকনিযা গাঁথি মালা মালতী কুসুমে,
বেণীবন্ধে বাহু মূলে পরাই যতনে।
আজি আসিয়াছি দেবীর আজ্ঞায় · বরুণা সখীব তাঁব
রূপসজ্জা প্রসাধন মানসে হেথায় !

বরুণা। মম প্রসাধন !

বিষ্ণু। হ্যাঁ কমলার আজ্ঞাবহ আমি, তাঁহারই ইঙ্গিতে আজি
সাজাবো তোমারে, ঐ তাঁর বলয় কুণ্ডলে—

বরুণা। হেন আজ্ঞা করেছে কমলা ?

বিষ্ণু। মিথ্যাভাষ, প্রবঞ্চনা, কোন দিন নাহি জানি দেবি,—
বিশেষতঃ ছলনা করিনা কভু সুন্দরী কন্যারে।

হস্তে ধর স্বর্ণঝাঁপি, একে একে অলঙ্কার, পুষ্পমালা,
তুলে দিই দেহে ; সঙ্কোচ করো না মোরে,
আমি শুধু রূপের পূজারী শিল্পী, মালঞ্চের—
দীনমালাকর। এইবার ধর দেখি দর্পণ সম্মুখে।

[ফুলসাজে সজ্জিতা বরুণা'র হাতে দর্পণ দিলেন]

বরুণা। একি ! কি আশ্চর্য্য !

বিষ্ণু। কি—কি দেখিয়া চমকিতা বরুণ-নন্দিনী—

বরুণা। শঙ্খের বলয় করে, শঙ্খের কুণ্ডল !
নীলা পদ্মমাল্য দোলে গলে, স্বর্ণ-শস্ত-পূর্ণ ঝাঁপি—
করেছি ধারণ···কমলার মূর্ত্তি এ যে ! কি বিচিত্র !
কমলার প্রতিচ্ছবি কেন দেখি আমার মাঝারে !

(বরুণের প্রবেশ)

বরুণ। বরুণা—বরুণা—

বরুণা। পিতা—

বরুণ। একি রূপে সেজেছ নন্দিনী ?

বরুণা। ঐ মালাকর হেন সাজে সাজাল আমায—
ঐ মালাকর স্পর্শে—না—না নহে মালাকর—

(কমলার প্রবেশ)

ঐ যাদুকর···ঐ যাদুকর স্পর্শে—
জ্ঞান হয় আপনারে সাক্ষাৎ কমলা !

লক্ষ্মী। চেয়ে দেখ হে বরুণ,
একমূর্ত্তি আমি আর নন্দিনী তোমার—

বরুণ। এক মূর্ত্তি !

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, দেখ চেয়ে একমূর্ত্তি দোঁহাকার !

বরুণ। সত্য বটে, ঐ নীলকান্ত যাদুকর, মায়ার অঞ্জন দিল—
নয়নে সবার, তাই দেখি একমূর্ত্তি আজিকে দোঁহার।

কিন্তু কই—কই লক্ষ্মী—
তোমার ললাট শোভা সিন্দুর লেখন—
কই মোর কন্যার ললাটে ?

বিষ্ণু। সিন্দুর লেখন !

বরুণ। হ্যাঁ, সিন্দুর লেখন।
যতক্ষণ ঠিক ওই মত সিন্দুরের শোভা—
আলোকিত নাহি করে কন্যার ললাট,
ততক্ষণ একমূর্ত্তি দুজনার করি না স্বীকার ?

লক্ষ্মী। সিন্দুর লেখন দিলে—একমূর্ত্তি মানিবে দোঁহার ?

বরুণ। হ্যাঁ নিশ্চয় মানিব তবে—

লক্ষ্মী। দাও—দাও প্রভু সিন্দুর লেখন—

বিষ্ণু। লক্ষ্মী—

লক্ষ্মী। বিলম্ব করোনা আর, পরাও সিন্দুর—
পরাজিত এই দণ্ডে হইবে বরুণ।

[বিষ্ণু সিন্দুর পরাইলেন]

এবার স্বাকার ? লক্ষ্মীরূপা কন্যা তব স্বীকৃত বরুণ ?

বরুণ। হ্যাঁ স্বীকৃত—স্বীকৃত আমি, কন্যা মম লক্ষ্মীস্বরূপিনী—

লক্ষ্মী। চলে এসো এইবার প্রভু—

বরুণ। দাঁড়াও, কোথা যাবে নারায়ণ সহ ?

লক্ষ্মী। গর্ব্বিত বরুণ, শোনো তবে—
লক্ষ্মী রবে সমুদ্র-ভবনে, বাক্যদান করেছিনু আমি।
আপনি কন্যারে তব লক্ষ্মীরূপা করেছ স্বীকার।
এই লক্ষ্মী রাখি জলতলে,
নারায়ণ সহ আমি চলে যাই এবে।

বরুণ। চলে যাবে ?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ মুক্ত আমি! এতক্ষণে বুঝিয়াছ গর্ব্বিত বরুণ—
নারায়ণ নহেন ভিখারী? সগৌরবে নিয়ে যান
কমলারে স্বাধিকার বলে!

বরুণা। পিতা—পিতা—চলে গেল!

বরুণ। কোথা যাবে? দাঁড়াও তোমরা—

বিষ্ণু। আবার কি হেতু বাধা—

বরুণ। বাধা নাহি দিব কমলারে, গৃহে মোর
লভিয়াছি মূর্ত্তিমতী দ্বিতীয় কমলা!
মুক্ত বিহঙ্গিনী দেবি, যাও তব যথা অভিলাষ—
রেখে যাও ওই মোর বন্দীরে হেথায়।

লক্ষ্মী। বন্দী, বন্দী নারায়ণ?

বরুণ। হ্যাঁ, বন্দী নারায়ণ। নিজহস্তে কন্যারে আমার পুষ্পমাল্য
করেছে অর্পণ, ঐ কুহকীর স্পর্শে বরুণা সে
হয়েছে কমলা; পরায়েছে সুমঙ্গল সিন্দুরের টিপ—
তাই দেবী, জলতলে বন্দী নারায়ণ।

বিষ্ণু। বরুণ—বরুণ—

বরুণ। চলে এসো নারায়ণ—কোথা যাবে জলতল ত্যজি।
মুক্ত তুমি মহালক্ষ্মী, ওকি, কি কারণ আনত বদন?
যাও—যাও এবে যথা ইচ্ছা সগৌরবে স্বাধিকার বলে।

বিষ্ণু। লক্ষ্মী—লক্ষ্মী—

লক্ষ্মী। প্রভু—প্রভু—

বরুণা। কাঁদিছে কমলা…ঐ কাঁদিছে কমলা।

বরুণ। কাঁদুক, কাঁদুক কন্যা,—
আমাদের মর্ম্মস্থল নিষ্পেষিত করি,
চলে যাবে যেমন পাষাণী,
বিচ্ছেদের কি বেদনা নারায়ণে রাখি হেথা বুঝুক আপনি

লক্ষ্মী। জলেশ্বর গর্ব্ব মোর চূর্ণ হয়ে গেছে,
আর কাঁদায়ো না মোরে—
প্রার্থী আমি, ভিখারিণী তোমার দুয়ারে,
মুক্তি দাও, মুক্তি দাও মম নারায়ণে—

বিষ্ণু। দাও, দাও মুক্তি হে বরুণ—
দ্বারে তব ভিক্ষাপ্রার্থী লক্ষ্মীনারায়ণ!

বরুণ। দেখ, দেখ চেয়ে, দেখ কন্যা, ত্রিলোক আরাধ্য মূর্ত্তি
লক্ষ্মীনারায়ণ, প্রার্থী আজ মোদের দুয়ারে!

বরুণা। মুক্তি দাও—মুক্তি দাও পিতা,—
নারায়ণ কমলার হৃদয়-বল্লভ, তুচ্ছ আমি
চরণের অতি ক্ষুদ্র নগন্য কুসুম। মোর তরে—
মহালক্ষ্মী সহিবেন প্রভুব বিরহ! না—না—
যাও দেব নাবায়ণ, আমারি কারণে তুমি,
জলতলে বন্দী হও যদি—
আমি তোমা মুক্তিদান করিনু আজিকে!
যাও প্রভু, বৈকুণ্ঠে ফিরিয়া যাও কমলারে লযে।

বিষ্ণু। মুগ্ধ আমি মহত্বে তোমার। লভিলাম মহালক্ষ্মী—
তোমার প্রসাদে। সুকল্যাণী ওগো সতী—
বর দিনু তোমা, আমার অলক্ষ্য প্রেম মূর্ত্তি লয়ে
চিরদিন এই গৃহে করিবে বিরাজ!
শোন সতী, শোন জলেশ্বর, সমুদ্র ভবনে তব
যেদিকে তাকাবে, নারায়ণ মূর্ত্তি সেথা তখনি দেখিবে,
নীলবর্ণ দেহ কান্তি মোর সাগরতরঙ্গ মাঝে দিলাম মিশায়ে
সীমাহীন জলস্রোত তব আমারি লাবণ্য লয়ে
আজি হতে নীলবর্ণ হইবে নিশ্চয়।

চতুর্থ দৃশ্য

সমুদ্রতীর

(কোলাহল, মঙ্গলধ্বনি)

ইন্দ্র। হে দেব দানবগণ, সমুদ্র মন্থন শ্রম—
বুঝি এতদিনে সার্থক হইল আমাদের।
দেখ চেয়ে মহালক্ষ্মী আবির্ভাব সূচনা হেরিয়া
অকস্মাৎ শ্যামশস্য পুষ্পদলে সাজিল ধরণী।
বিহঙ্গেরা কলকণ্ঠে গাহে মধুগীতি,
নভোতলে অর্ঘ রচে তারকার মালা,
সিন্ধু শঙ্খে বাজে ওকি অনাহত ধ্বনি—
মাতা বুঝি সত্য সত্য উদিলা এবার।

(বিষ্ণুর প্রবেশ)

বিষ্ণু। উদিবে, উদিবে লক্ষ্মী সিন্ধুগর্ভ হতে।
অগ্রদূত হয়ে আমি এসেছি আপনি। ওই ওই হের
জ্যোতিপুঞ্জ করিয়া বিস্তার—
আবির্ভূতা হল ওই নিজে হরি-প্রিয়া।

(মহালক্ষ্মীর আবির্ভাব)

ইন্দ্র। আবির্ভূতা আবির্ভূতা মহালক্ষ্মী সিন্ধুজল হতে।
মাতা, মাতা, কৃপা করি এসেছ যদ্যপি
আর কভু ত্যজিও না এ বিশ্বজগতে।

লক্ষ্মী। শোন দেবরাজ, যতদিন স্বার্থত্যাগ, সদাচার,
আশ্রিত পালন,
পুরুষের রহিবে ভূষণ, স্বাধ্বীসতী
রমণীর প্রাণে, যতদিন স্নেহ প্রীতি
রবে, ততদিন—ততদিন
জেনো সুনিশ্চয়, না ত্যজিব
সেই পুণ্য সুখের সংসার।
চঞ্চলা কমলা আমি চিরদিন রব তথা—
অচলা হইয়া।

[দিব্যাঙ্গণাদের গীত]

জয় জয় মহালক্ষ্মী,
সুনীল কমল অক্ষি
কষিত কাঞ্চন বরণা গোরচনা গোরী
দেবদানব বন্দিতা, মহেশ্বর লোক পিতা—
কল্যাণ ঈক্ষণ যাচে যুগ যুগ ধরি।
সিন্ধু শয়ন হতে সমুদিতা লোক মাতা—
বিশ্বভুবনে জাগে একি আনন্দ গাথা!
কমলা, জাগো কমলা রূপ-শতদল পরি।

যবনিকা